CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 July, 2023 ■ আগরতলা ১৪ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২৮ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নার্স সেজে ছাত্রদের ইঞ্জেকশন পুশ করে আত্মগোপন মহিলার, গুরুতর অসুস্থ এক

রহস্যজনক ঘটনায় বড়পাথরিতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। নয়া আতঙ্কের আমদানি হল রাজ্যে। স্কুল ছুটির পর স্কুল পড়ুয়া ছাত্রকে কৃমির ইনজেকশনের নাম করে ইনজেকশন দিয়ে পালিয়ে গেল ভেকধারী সেবিকা। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুরে বিলোনিয়া মহকুমার বড়পাথরী কুকিছড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সামনে। গুরুতর আহত এক ছাত্র বর্তমানে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের ন্যায় বৃহস্পতিবারও বিলোনিয়া মহকুমার বড়পাথরী কুকিছড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রাত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যায়। যথারীতি বিদ্যালয় ছুটির পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও নিজ বাড়িতে চলে যান। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে আসার পর একটি কালো রঙ্গের মারুতি ভ্যান গাড়ি স্কুলের সামনে উপস্থিত হয়। মারুতি ভ্যান থেকে সেবিকার পোশাক পরিধান করা দুই মহিলা নামে। এই দুই মহিলা স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের ডাক দেয়। তখন কিছু ছাত্র পালিয়ে যায়। চার থেকে পাঁচজন ছাত্র দুই মহিলার কাছে যায়। দুই মহিলা কাল বিলম্ব না করে কৃমি নাশক ইনজেকশনের কথা বলে ছাত্রদের একটি করে ইনজেকশন পুশ করে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি সহ চম্পট দেয়। তারপর ছাত্ররা বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু এক ছাত্র বাড়িতে যাওয়ার পর হাতে ব্যথা সহ মাথা ঘুরানি শুরু হয়। পরিবারের লোকজন এই ছাত্রকে কি হয়েছে প্রশ্ন করলে সে গোটা ঘটনার বিষয়ে জানায়। সাথে সাথে এই ছাত্র-কে নিয়ে যাওয়া হয় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। গোটা ঘটনার বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করেন আহত ছাত্রর মা।

এইদিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর আহত ছাত্র-র অবস্থা অবনতির দিকে যেতে থাকে। সাথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণসাগরে খুলিকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন হবেই, বিধানসভাকে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। গতকাল বুধবার গোমতি জেলার অন্তর্গত উদয়পুরে অবস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের কল্যাণসাগর দীঘিতে মাথার খুলি উদ্ধারের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হবে। আজ বিধানসভায় আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিন বিরোধী দলের নেতা অনিমেষ দেববর্মার উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা এই আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, পুলিশ অত্যন্ত সংবেদনতার সঙ্গে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে গোমতি জেলাশাসকের কাছ থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে মন্দির এবং এর আশপাশে সংস্থাপিত সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ঘটনার রহস্য উন্মোচনে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু ফরেনসিক বিভাগকে এর তদন্ত করতে যুক্ত করা হয়েছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কল্যাণসাগর দীঘি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর বিশেষজ্ঞ ডুবুরিরাও অনুসন্ধান অভিযান চালাচ্ছেন। এ বিষয়ে তিনি সূক্ষ্ম তদন্তের গ্যারান্টি দিয়েছেন আজ। উপরন্তু, ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী আগামী ৪২ দিনের জন্য কল্যাণসাগরে সাধারণ জনগণের চলাচল এবং ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রফোসর সাহা বলেন, পুলিশ ঘটনার রহস্য উন্মোচন করতে প্রয়োজনীয় তদন্তের কোনও খামতি রাখছে না।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রিভিউর ফলাফল প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃ মূল্যায়নের ফল প্রকাশিত হল বৃহস্পতিবার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান পর্ষদ সভাপতি ভবতোষ সাহা। তিনি বলেন মাধ্যমিকে ২হাজার ৪৯ জন রিভিউ এর জন্য জমা দিয়েছিল। তার মধ্যে ৮১১ জনের ফলাফল চেঞ্জ হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে ১৪২৯ জন রিভিউ এর জন্য আবেদন করেছিল। তার মধ্যে ৬০৪ জনের ফলাফল চেঞ্জ হয়েছে।

আগামীকাল দুপুর বারোটায় ছাত্রছাত্রীরা পর্ষদের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে পারবে। সেটাসে চেঞ্জ এবং নো চেঞ্জ দুটো লেখা থাকবে। যাদের চেঞ্জ হয়েছে তারাই একমাত্র নিজ নিজ স্কুলে গিয়ে অরিজিনাল মার্কশিট জমা দেবে। ওইসব স্কুলের প্রতিনিধি মধ্যশিক্ষা পর্ষদে এসে পুরনো মার্কশিট দিয়ে নতুন মার্কশিট নিয়ে যেতে পারবেন। প ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ ভবতোষ সাহা। আজ জানান, পুনঃ মূল্যায়নের ফলে ৫৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বছর বাচাও পরীক্ষায় বসতে হবে না।

শ্রী সাহা আরও জানান, মাদ্রাসা ফাজিলে উত্তর পত্র পুনঃ মূল্যায়ন চেয়েছিল তিনজন ছাত্র। তাদের সবার ফলাফলে পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন কেউ যদি এই রিভিউতে সন্তুষ্ট না হন তাহলে নিজেও খাতা দেখতে পারবে। তার জন্য ফিস পড়বে প্রতি খাতায় আড়াইশো টাকা। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক মিলে মোট ৪০ জন আবেদন করেছে। তারা ইচ্ছে করলে একজন শিক্ষক ও অভিভাবক রাখতে পারবেন।

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে মহিলার বাড়ি পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতিরা

পানিসাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। কাঠ মাফিয়াদের দ্বারা নির্যাতিতা মহিলা, ঠুটেঁ জগন্নাথ পানিসাগর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। উত্তরের পানিসাগর মহকুমার মজফুরদোয়ার এলাকায় এক মহিলার উপর শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি মহিলার বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ কাঠ মাফিয়া বেনুরাম রিয়াং সহ তার সহোযোগিদের বিরুদ্ধে। অসহায় মহিলা পানিসাগর থানায় অভিযোগ জানালেও থানা বাবুরা মামলা নেয়নি। উলটো বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিতাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, পানিসাগরের মজফুরদোয়ার এলাকার আবাসিক নির্যাতিত মহিলা গত দুদিন যাবত পানিসাগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। তার সাথে কথা বলে জানা গেছে মহিলার স্বামী রাজেশ রিয়াং চোড়াই কাঠ পাচারে যুক্ত।

সে কাঠ মাফিয়া বেনুরাম রিয়াং সহ চিড়ন দের হয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ চুরি সহ কাঠ পাচারের কাজ করে। গত ১১ জুলাই রাতে স্বামী রাজেশ কুমার রিয়াং তার স্ত্রীকে বলে তাদের বাড়িতে আত্মীয় আসবে।তাই মদ এবং মাংস এনে রাখতে। যথারিতি মহিলা স্বামীর কথা মত মদ এবং মাংসের ব্যবস্থা করে রাখে। স্বামীর সাথে কাঠ মাফিয়া বেনুরাম রিয়াং এবং চিড়ন তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনডিআরএফের একটি ব্যাটেলিয়ান চেয়ে কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানিয়েছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ত্রিপুরায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) একটি ব্যাটালিয়ন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার প্রস্তুত। ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে এনডিআরএফ-এর ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিন মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়ের দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৩ সাল থেকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর প্রথম ব্যাটালিয়নের প্রায় ৫০ জন কর্মী নিয়ে গঠিত একটি দল সিপাহিজলার পূর্ব গকুলনগরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। এজন্য ত্রিপুরা সরকার এনডিআরএফকে দুটি পাকা ভবন এবং ২ একর জমি হস্তান্তর করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি এনডিআরএফ-এর গোকুলনারের অবস্থিত বাহিনীকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য এবং পরিধি সম্প্রসারণের জন্য এনডিআরএফ রাজস্ব দফতরকে ৩০০ একর অতিরিক্ত জমি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে। প্রস্তাবটি রাজস্ব দফতর বিবেচনা করে দেখছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় এনডিআরএফ-এর দল যে কোনও জেলায় দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য খুবই সহায়ক। এখন পর্যন্ত রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনডিআরএফ অংশ নিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের জুনে বিধ্বংসী বন্যা এবং অক্টোবর ২০১২-এ সিতরাং ঘূর্ণিঝড়ের সময় অতিরিক্ত এনডিআরএফ টিম ত্রিপুরায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৭,৬৫৪.৪০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। আজ বিধানসভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৭ জলাই অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ২৭ হাজার ৬৫৪.৪০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিলেন। আজ বিধানসভায় এই ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বাজেট প্রস্তাবে ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এনসিআরবি-র রিপোর্ট অনুসারে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ২৫তম স্থানে রয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অবনতি সম্পর্কে বিরোধীদের দাবি সঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৫ বছরে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পসারণ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় অনেক উন্নতি হয়েছে। রাজ্যে এখন বিভিন্ন জটিল অে াপচার সফলভাবে সম্পন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় গ্রেপ্তার নারী পাচার চক্রের মূল পান্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ জুলাই।। বিলোনিয়া পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার আদম ব্যাপারী পার্থ সেন নামে এক যুবক। কিছু দিন আগে পার্থ সেন সহ আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিলোনিয়া থানার ডায়েরিতে নাম উঠে যায় নারী পাচারকারী থেকে শুরু করে নেশাকারবারি হিসেবে অবশেষে বিলোনিয়া থানার পুলিশ কালি নগর মোটর স্ট্যান্ড এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পার্থ সেনকে। বাড়ি ঋষ্যমুখ ব্লকের রামনগর এলাকায়।

ঋষ্যমুখ ব্লক জুড়ে নারী পাচারকারী ও ব্লেকার হিসেবে পরিচিত পার্থ সেন, সাথে ছিল সাতাশ বছরের বাংলাদেশি এক মহিলা, অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া থানায়। বাংলাদেশি মহিলার নাম লাইলি বেগম ,বাড়ি বাংলাদেশের পাটোয়া খালি জেলার টেংরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিলাবাজারে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ, মার খাচ্ছে পুষ্টি প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকলেও প্রায়ই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটি বন্ধ থাকে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি প্রায়ই বন্ধ থাকার ফলে গ্রামের শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সরকারি সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে।

ঘটনা কৈলাসহরের টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বন্দ এলাকায়। বড়বন্দ গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বন্ধ থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর ওপর গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে অবস্থিত টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বড়বন্দ গ্রামের আজিজুন নেছা চৌধুরী স্মৃতি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি প্রায়ই বন্ধ থাকে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। বারো জুলাই বুধবার এবং তেরো জুলাই বৃহস্পতিবার লাগাতার দুই দিন বড়বন্দ গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বন্ধ ছিলো। বড়বন্দ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ইকো গাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। বিশালগড় চেলিখলা নাকা পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশের হাতে আটক ইকো গাড়ি চালক সহ ৮ কাটুন এস্কপ জাতীয় নেশা সামগ্রী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার রাত ১০ঃ৩০ মিনিট নাগাদ আগরতলা থেকে ইকো গাড়ি চেলিখলা হয়ে সোনামুড়া দিকে যাচ্ছিল।

চেলিখলা নাকা পয়েন্টের সামনে আসতেই ট্রাফিক পুলিশের এএসআই শ্যামল দেববর্মা সহ বিশাল সিআরপিএফ জোয়ান গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৯ কাটুন এস্কপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে গাড়ি সহ ৯ কাটুন এস্কপ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। চালক মনু মিয়া, বাড়ি সোনামুড়া রাঙ্গামাটিয়া এলাকায়। তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা।

জানা যায় বিশালগড় থানার নাকের ডগায় দিয়ে অনবরত নেশা সামগ্রী পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত।অন্যদিকে কুম্ভ নিদ্রায় আচ্ছন্ন বিশালগড় থানার বড়বাবু আর ছোট বাবুরা। বিশালগড় থানার ট্রাফিক পুলিশের হাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ব্যাংক সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়ত্ব প্রতিষ্ঠাগুলিকে বেসরকারিকরণ এবং কর্মসংস্থানের বিলুপ্তি ঘটানোর প্রতিবাদে দেশব্যাপ ী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন রাজ্য শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ব্যাংক ছুটির পর এদিন সন্ধ্যায় আগরতলা দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন রাজ্য শাখা।

সংগঠনের প্রতিনিধিরা বেশ কিছুক্ষণ দুর্গা বাড়ি সংলগ্ন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এর সামনে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হযে ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য শিব প্রসাদ চক্রবর্তী জানান চলতি অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সরকার এগারোটা রাষ্ট্র ব্যাংকের মধ্যে চারটা ব্যাংকে নিয়োগ করেছে। বাকি পাঁচটা ব্যাংকে সম্পূর্ণ নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। অথচ লক্ষাধিক পোস্ট খালি পড়ে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন মোদি সরকার আসার পর বিভিন্ন রাষ্ট্রেযত্ব প্রতিষ্ঠানে ২ লাখ ৭০ হাজার শূন্য পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। বিআরএস নিয়েছেন লক্ষাদিকের উপরে কর্মী। সরকারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে লাভজনক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারির হাতে তুলে দেওযা। কর্মী সল্পতার কারণে একজন ব্যাংক কর্মচারীকে প্রতিদিন ১৭০০ কোটি টাকা বিজনেস করতে পরিষেবা দিতে হয়। তাতে গ্রাহকদের অসুবিধা হয়। গ্রাহক ও ক্ষুব্ধ হন।

আগে এই বিজনেস এর পরিমাণ ছিল ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকার মধ্যে। ব্যাংকের নতুন করে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। সিভিল সিক্স ফিফটি নামে একটি পদ্ধতি চালু করে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে কেন্দ্রের সরকার। এই পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন যারা এডুকেশন লোন নিয়ে পড়াশোনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিদ্ধিআশ্রম থেকে আগরতলা রেল স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা, ঝুঁকিতে চলছে যানবাহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। শহরের সবচেয়ে বেশি যানবাহন চলাচলের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নদশা পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে জনমনে প্রচন্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জনগণের দাবি দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করার। আগরতলা সিদ্ধি আশ্রম থেকে রেল স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল দশা। যানবাহন নয়, পায়ে হেঁটে চলার অবস্থাও নেই এই রাস্তা দিয়ে। এমনই অভিযোগ পথ চলতি মানুষের। রাস্তা প্রশস্ত হবে। তার কাজও হচ্ছে। ডাবল লেনের এই রাস্তাটি সিদ্ধি আশ্রম থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত। অর্থাৎ এক পাশ দিয়ে যাওয়া অন্য পাশ দিয়ে আসা। এই কাজের বরাত ও পেয়ে গেছেন ঠিকাদার। কাজও শুরু হয়েছে মাস চারেক আগে। কিন্তু হঠাৎ করে কাজ বন্ধ করে দেয় ঠিকাদার।

এলাকাবাসী প্রশ্ন কেন এ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল ? তাদের বক্তব্য ভোটের আগে থেকেই রাস্তা সংস্কার এবং প্রশস্ত করার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে তা বন্ধ করে দেয়া হলো কেন এখানে একটি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল রয়েছে। রয়েছে জওয়ানদের একটা ক্যাম্প। এছাড়া এই রাস্তায় ভিআইপির ও চলাচল করেন। কারণ এটাই একমাত্র পথ রেল স্টেশনে যাওয়ার। প্রতিদিন হাজার হাজার অটো রিক্সা, চার চাকার গাড়ি, টমটম ,বাইসাইকেল যাচ্ছে। স্কুলে আসা-যাওয়া করছে ছাত্র-ছাত্রীরা। জোয়ানদের শক্তিমান গাড়িগুলিও প্রতিনিয়ত এই রাস্তা ধরেই চলাচল করছে। বৃষ্টিতে জল কাদায় একাকার গোটা রাস্তা। গোটা রাস্তা জুড়েই খানাখন্দ। এত বড় বড় গর্ত তাতে জল জমে বুঝাই যায় না সঠিক পথের অবস্থান। মাঝেমধ্যে অটোরিকশা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

অটোরিকশাচালক হারাধর সরকার বলছেন এই রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে তার যানবাহনের অবস্থা প্রায়ই খারাপ হচ্ছে। প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে অটো রিক্সার সাড়াইয়ের জন্য। রোজগারের বেশিরভাগ অর্থই যদি যানবাহন সংস্কারের জন্য ব্যয় করতে হয় তাহলে তার পক্ষে এই অটো চালিয়ে সংসার চালানো কতটা কষ্টকর বলার অপেক্ষা রাখে না

তিনি এও বলেন এই রাস্তা ধরে সময় মত যাত্রী স্টেশনে পৌঁছে দেওয়াও কষ্টকর হচ্ছে। তিনি সরকারের কাছে দাবি জানালেন রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করার। যাতে যান চলাচলের যোগ্য হয়ে ওঠে। যাত্রীদেরও দুর্ভোগ পোহাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৭০ ▫ ১৪ জুলাই ২০২৩ ইং▫ ২৮ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পাড়ি দিতে প্রস্তুত চন্দ্রযান-৩

কাউন্ট-ডাউন শুরু হইয়া গিয়াছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চন্দ্রযান-৩ মিশনের। শুক্রবার দুপুর ২ টো ৩৫ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযানটি পাড়ি দিবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এল ভি এম ৩ রকেটে চাপিয়া। দেশের পাশাপাশি চন্দ্রযান-৩ মিশনের ওড়িশার জনগণের কাছে ভেরি ভেরি স্পেশাল। এবারের মিশনে ওড়িশা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়াছে।ইসরোর তরফে জানানো হইয়াছে যে চন্দ্রযান-৩ মিশনের বেশির উপাদান ভুবনেশ্বরের সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (সিটিটিসি) থেকে তৈরি করা হইয়াছে। প্রায় ১২ কোটি টাকা মূল্যের উপাদান তৈরি হইয়াছে বলিয়া ইসরোর এক কর্তা জানাইয়াছেন। তিনি বলেন যে চন্দ্রযান তৈরিতে ভালভ, অভ্যন্তরীণ নেভিগেশন সিস্টেম, তাপমাত্রার সেন্সর, অ্যারোস্পেস, জাইরোস্কোপ, আরজিপিডি সহ আরও অনেক উপাদান ভুবনেশ্বরের সিটিটিসি-তে তৈরি করা হইয়াছে।'

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৫০ জনের বেশি প্রযুক্তিবিদ গত দুই বছর ধরিয়া চন্দ্রযান-৩-এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি তৈরি করিতে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়া জানান তিনি।ভুবনেশ্বরের সিটিটিসি-র প্রধান এল রাজশেখর জানাইয়াছেন যে চন্দ্রযান-৩ মিশনের জন্য ইসরোকে প্রায় ১৭ হাজারের বেশি উপাদান সরবারহ করা হইয়াছে। উৎক্ষেপণের দিনটি ভুবনেশ্বর সিটিটিসি-র কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন বলিয়া মনে করিতেছেন তিনি।সেই সঙ্গে চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য কামনা করেন রাজশেখর। প্রসঙ্গত, ভুবনেশ্বরের সিটিটিসি-টি গত ২৩ বছরের বেশি সময় ধরিয়া ইসরোকে মহাকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান সরবারহ করিয়া আসিতেছে। শুধু চন্দ্রযান-৩ মিশন নয়, গগনযান মিশনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে চলিয়াছে ভুবনেশ্বরের সংস্থাটি। ২০২৩ সালের শেষে বা ২০২৪ সালে হইবে ইসরোর গগনযান মিশন।প্রথম চন্দ্রযান-১ মিশন হয় ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে। চন্দ্রযানটি সফলভাবে শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হইয়াছিল। সফল উৎক্ষেপণের পর চন্দ্রযানটি ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় চাঁদের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে। চাঁদের খনিজ দ্রব্য আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানই ছিল প্রথম চন্দ্রযান-১ মিশনের লক্ষ্য।চন্দ্রযান-২ মিশন হয় ২০১৯ সালে জানুয়ারি মাসে। উৎক্ষেপণ সফল

হইলেও, চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে থাকাকালীন যানটির সঙ্গে ইসরোর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য এই ঘটনা বলিয়া জানাইয়াছিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা।আগের ব্যর্থতা থেকে এবার অনেক বেশি সজাগ ইসরো। চন্দ্রযানের নিরাপত্তায় এবার তাহাদের মূল লক্ষ্য। তার জন্য নেওয়া হইয়াছে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যও। এখন মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা। সেদিকেই তাকিয়ে সারা ভারতের মতো ওড়িশাবাসীও।'

রাজ্যের ভুয়া ভিডিও-তে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে কেন্দ্রকে, অভিযোগ কুণালের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটি ১৪ সেকেন্ডের ভিডিও টুইট করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সেটিকে ভুয়া বলে দাবি করে কুণাল দাবি করেন ভুয়া ভিডিও-তে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে কেন্দ্রকে।

সেই ভিডিও-তে শুভেন্দুবাবুকে বলতে শোনা গিয়েছে, "এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, ৩৫৫ লাগবেই। এছাড়া আর কোনও পরিত্রাণ পশ্চিমবঙ্গে নেই। অনেক জিনিস করাতে হয়। কী করে করাতে হয় আমি জানি।" অর্থাৎ শুভেন্দুবাবু বলছেন রাজ্যে ৩৫৫ ধারা জারির পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এবং সেই পরিবেশ কী করে তৈরি করতে হয়, সেটাও তিনি জানেন।

বিরোধী দলনেতার এই বক্তব্যকে সরাসরি ষড়যন্ত্রের ঘোষণা হিসাবে বর্ণনা করছে তৃণমূল। কুণাল ঘোষের বক্তব্য,"এটা ষড়যন্ত্রের ঘোষণা। বলছে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ আনতে কিছু কিছু কাজ করাতে হয় এবং ও তা জানে। এগুলোই হল হিংসার উৎস। জনগণের বিচারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অশান্তির ছক। অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কোর্ট দেখতে পাচ্ছে না?"

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তিত হলে শাড়ি পরবেন

ধুবড়ি (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড সংক্ষেপে ইউসিসি) প্রবর্তিত হলে শাড়ি পরবেন, পাঁচ বছর খাবেন না মাংস, অঙ্গীকার করেছেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)-এর সভাপতি তথা সাংসদ বদরউদ্দিন আজমল।

আজ বৃহস্পতিবার ধুবড়িতে এক সমাবেশে আজমল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সহমত প্রকাশ করলেও তিনি এর বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি তুলেছেন। এআইইউডিএফ নেতা বদরউদ্দিন বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংসদে পাস করতে মোদী সরকার কোমর বেঁধে নেমেছে। তিনি এই প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন। বিতর্কিত মন্তব্য করে আজমল বলেন, যদি ইউসিসি বাস্তবায়িত হয়, তা-হলে তিনি শাড়ি পরবেন এবং নির্দিষ্ট জীবনশৈলির পরিবর্তন করবেন। তাঁর এই অবস্থানে সবাই সহমত পোষন করেন কিনা এবং সকলে তাঁর মতো শাড়ি পরবেন কিনা জানতে চান।

উপস্থিতি সবাইকে উজ্জীবিত করে তিনি বলেন, 'ইনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর হলে আমরা সবাই শাড়ি পরব। আমরা মাঝে মাঝে দাড়ি রাখব, অন্য সময় নয়। সরকার কি তা মেনে নেবে? আমরা পাঁচ বছরের জন্য দাড়ি বাড়াব, পাঁচ বছরের জন্য মাংস খাওয়া বন্ধ করে আরও পাঁচ বছর নিরামিষ খাব। আপনারা আমার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাজ শুরু করে দিন।'এর পরই তিনি ইউসিসি সম্পর্কে এর পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁর মতো করে ব্যাখ্যা করেন। তবে ইউসিসি-র সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় আইন কমিশন ও সংসদীয় কমিটি খতিয়ে দেখছে বলেও জানান আজমল। তিনি বলেন, অসম সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, 'আমরা ইউসিসির সমর্থন করি।' তাঁর বক্তব্য, ইউসিসি-র সিদ্ধান্ত মুলতুবি রেখে আমরাও বহুবিবাহ সম্পর্কে গলদ কোথায় তা বের করতে চাই। আমরা অসমে অবিলম্বে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে চাই, যেমন চান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

উত্তরাখণ্ডে ভাঙে গেল মালান নদীর ব্রিজ, কোটদ্বারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

দেহরাদুন, ১৩ জুলাই (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়ওয়াল জেলার কোটদ্বার এলাকায় বৃষ্টি ও বন্যার কারণে ভয়াবহ বিপর্যয় সামনে এসেছে। বন্যায় প্লাবিত হওয়ার কারণে রাজ্যের কোটদ্বার-লালধাং হরিদ্বার সড়কের মালন নদীর উপর নির্মিত সেতুটি প্রবল স্রোতের কারণে ভেঙে গেছে।এই সেতু ভেঙে যাওয়ায় কোটদ্বার থেকে সিডকুল ও ভাবর এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এতে কোটদ্বারের সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার জনসংখ্যার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সচিব পঙ্কজ পান্ডে জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের দল ঘটনাস্থলে রয়েছে। পুরোদমে শুরু হয়েছে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা। এই দুর্ঘটনার কারণে সেখানে ভিড় জমেছে, যা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

যন্ত্র লিসারা কেমন করে অযান্ত্রিক কাজ করবে ?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

টেলিভিশন খুললাম। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মন যেন তৃপ্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে শুরু করল। আরে ! কাকে দেখছি সঞ্চালিকা গীতাঞ্জলি আইয়ারকে। যার সংবাদ পরিবেশন, ব্যক্তিত্ব, উপস্থাপন ভঙ্গিমা, কেশ সজ্জা এবং আরো বেশ কিছু অব্যক্ত ফ্যাক্টর মন্ত্র মুগ্ধ করে রাখার জন্য যথেষ্ট। ধরি, তারপর একদিন একটা সাক্ষাৎকার চলছে। গীতাঞ্জলি আইয়ার কথা শুরু করলেন। কান চোখ সবেতেই খটকা লাগল। কে ইনি? হাত নাড়ানোর সময় যেমন ভাবে আঙুলের ছবি তৈরি হত; এতো তা নয়। কথা বলার সময় বঙ্কিম গ্রীবা যেমন ভাবে আবেদন রাখত- তা কোথায়! তবে কি ইনি আমাদের সবার গীতাঞ্জলি আইয়ার? শাড়ি, ব্যক্তিত্বময়ী ব্লাউজ, চুল - অনেকটা কন্ঠস্বর একই। বাকিটা পূরণ করবে হয়তো আমাদের নস্টালজিয়া। আমাদের আবেগ। আমরা আরো একটা হুবহু গীতাঞ্জলি আইয়ারকে রোজ প্রতিদিন খুঁজি টেলিভিশনে। বিশেষ করে যখন দেখি বিকট শব্দে কোনো এক সঞ্চালিকা তর্ক করছেন। বিষয়ের গভীরে না গিয়েই বকবক করেই চলেছে। যখন অনেক সময়ই ধরা পড়ে যায় অন্তঃ সারশূণ্যতা। তখন ওই গীতাঞ্জলির মত একজন যদি সঞ্চালনা করেন কেমন হয় বলুনতো? তারপর যদি বুঝে যাই ওটা গীতাঞ্জলি না। তার যান্ত্রিক ক্লোন। তখন? তখন কেমন অনুভূতি হবে? ভাবি। হয়তো একদিন। খুব সামনেই সে দিন। আমরা এমন এক অনুভূতির বা সমতুল্য অনুভূতির মুখোমুখি হতেও পারি।

তাই এই নিবন্ধ তৈরি করতে করতে সমান্তরাল ভাবে ভাবি কেমন হবে ক্লোন সঞ্চালিকা। সে কতোটা আমাদের কাছে আবেদন রাখবে। সে যদি গীতাঞ্জলি বা সলমা সুলতানার মতো নাও হয়, সেতো মানুষের ক্লোন। সে সলমা সুলতানার মতো কেশ গোলাপে সুসজ্জিত করুক বা না করুক কিন্ত সেতো পরিপাটি মহিলার রূপে উপস্থিত। পরনে পরিপাটি শাড়ি। সাজসজ্জা। কিছুক্ষণ পরেই সে তার যান্ত্রিক রূপের প্রকটা ব্যক্ত করতে শুরু করল। সে সব খবরে একই রকম এক্সপ্রেশন রাখছে। সে একই রকম ভাবে খবর পাঠ করছে। কথা বলছে। হঠাৎ একটা খবর বদলে গেল। পরিবর্তন হল। ব্রেকিং নিউজ খবর দখল করল। সে পারবে এক্সপার্ট অ্যাঙ্করের মতো টুক করে প্লট বদলাতে। তখনকার মতো তুলনামূলক কম দরকারি খবরের ডালি একটু পাশে সরিয়ে , পারবে সুনীল ছেত্রির হঠাৎ জয়ের খবরটা, নীরজ চোপরার সোনা জয়ের উল্লাসটা আবেগ উত্তেজনা নিয়ে উপস্থাপন করতে? সে তো সেই খবরটা সে ভাবেই উপস্থাপন করবে যে ভাবে একটু আগের লড়ি দুর্ঘটনার খবরটা পড়েছিল। অডিও ভিজুয়ালস যে এটা! তবে? কতটা ভাল লাগবে এই পুতুল মানুষ ক্লোন সঞ্চালিকাকে?

বিদঘুটে সব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে লিসা- কে দেখার পর থেকেই। কি ফলাও করে খবরটা হল। চারদিকে উল্কাগতিতে ছড়াল লিসার খবর। ওড়িশার এক বেসরকারী চ্যানেলের নিউজ অ্যাঙ্কর , যে কিনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফসল। যাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে জানি। কম্পিউটার জেনারেটেড লিজার পরনে ওড়িশার তাঁতের শাড়ি। সে সাংবাদিকতা না জেনেই সংবাদমাধ্যমের হিরোইন। এও কি ধর্মে সইবে। সে ওড়িয়া এবং ইংরেজি জানে। মানে তাকে প্রোগ্রামিং করা হয়েছে সে ভাবেই। সে খবর পড়া শুরু করছে। কম্পিউটারের ন্যাচরাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ব্যবহারে সে ন্ট্রে মানুষের মত। কিন্ত তার চোখ মুখভঙ্গিতে যেই না এক কৃত্রিমতা চোখে পড়ছে বিজ্ঞানের আবিষ্কারটি তখন দ্বিতীয়দবেঞ্চে ঠাঁই পাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে - ধ্যুত আসল সঞ্চালক আসছে না কেন! বিজ্ঞান আমাদের প্রতি নিয়ত নানান উপহার দিচ্ছে। কিন্ত যে কাজে মৌলিকতার দরকার, যে কাজে নানান মাত্রায় একজন কর্মী তাঁর তাৎক্ষনিক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে কাজের রঙ, ঢঙ- ওজন বদলে দেন। তৈরি করেন ইতিহাস। আকর্ষণ করেন দর্শককে শ্রোতাকে। মানুষের মনে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ার জোয়ার যারা আনেন। যারা কাজের ভঙ্গিমার আঙ্গিকের একটু আধটু গোছগাছেই একজন আর এক জনের থেকে পৃথক হন। এবং সেই একটুখানি পৃথক আঙ্গিকের জন্য কেউ হয়ে যান গীতাঞ্জলি কেউবা রিনি সিমন খান্না, কেউ আবার সরলা মহেশ্বরী।

সেই উন্নত গুণগত মানের প্রতিটা উপস্থাপনা স্ব স্ব ভঙ্গিমার জন্য যেন চোখে অমরত্ব দখল করেছে। এসবের পর, যখন লিসা আসে। ভাল লাগতে পার কি? ভাল লাগে শুধু এটা ভেবে , বিজ্ঞান আর অসম্ভব কিছুই রাখছে না। কিন্ত অনেক বেশী ভারাক্রান্ত লাগে এই আশঙ্কায় - তবে কি মৌলিকতার জগতেও এবার কর্মী সঙ্কোচন ঘটবে। দরকার হারাবে মৌলিকতা। যন্ত্র আসবে আর দিনভর খবর পাঠ করেই চলবে। এ কি সত্যিই খুব শুভ ঈঙ্গিত। বিশেষ করে আমাদের মত দেশে। যে দেশ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র, যেখানে যত মানুষ তত কাজ দরকার। দরকার নতুন কর্মীর। নতুন সংবাদ শিল্প ভাবনার এবং আরো অনেক তরতাজা মুখের। যাদের সামনে থাকবে লক্ষ্য, কাজ করার মরিয়া চেষ্টা। আপ্রাণ আগ্রহে নিজেকে মিনু তলোয়ার কিংবা শিলা চ্যামনের মত বা নিজের ইনভেটিজ কোনো স্টাইলে আইকন বানানোর প্রয়াসে করবে কাজ। লাগাতার পরিশ্রম। কিন্ত এই মাঠে যদি লিসারা চলে আসে। তাহলে যে খবরটা ঠিক আর আগের মত রইল না। খবরটা যে ভুল পাঠ হয়ে গেলেও; লিজা বিনিত ভাবে বলবে না - 'মার্জনা করবেন'। খবরটা তখন আর দেখার ইচ্ছে হবে না। তখন লিজার যান্ত্রিক মুখ না দেখে হয়তো আবার পুরনো অভ্যাস ফিরবে। খবর শোনার অভ্যাস করব। টেলিভিশন চলবে-- শুধু শুনব আমরা।

এবার হয়ত টেকনলজি প্রিয় মানুষরা বলবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সতো আমাদেরই নির্দেশ পালন করছে। যা যা শিখিয়ে রাখব রোবট তাইই করবে। তাতে এত কচকচানির কি আছে? আছে; কচকচানির কারণ আছে। এবং সে সমস্যার কথা আমি বলছি না। বলছেন স্ট্যুয়ার্ট রাসেল। ১৯৮০-৯০ তে যিনি কালজয়ী কম্পিউটার প্রোগ্রামিং তৈরি করলেন। সারা বিশ্ব তাজ্জব হয়ে গেল। কিন্ত তারপরেও টেকনলজির মানুষটিই বললেন রোবট দিয়ে ঝুঁকি মুক্ত কাজ হবে না। রোবটকে স্বাধীনতা দেওয়াও যাবে না। তার রিওয়ার্ড ফাংশন সে দেখাবে। তখন তাকে সুইচ অফ করাই হয়ত আমাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। মেশিন একটা ইনফরমেশনের সোর্স হতে পারে মাত্র। আজকে চালকহীন গাড়ি বলি কিংবা লিসা সবটাই ভালো লাগছে, কারণ তা আমাদের পছন্দ মাফিক চলছে। এসব ভাল লাগছে কারণ তা প্রবলেম ফর্মালাইজিং এর প্রক্রিয়া বলে অনেকেই মনে করছেন। মানুষ সঞ্চালক হলে তার একটা পছন্দ অপছন্দ থাকবে। থাকতেই হবে। মানুষ গাড়ি চালক কেউ পান খায়। তো কেউ একটু পছন্দের ধাবাতে দাঁড়াবেই। সে সবসময়ই যে সতর্কতা অবলম্বন করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্ত রোবটে ওসব ঝঞ্ঝাট নেই। তাই আপাত স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে এই মানুষ রূপী রোবটদের।

কিন্ত সেই কোন কালে, সময়টা ১৯৫১; ঠিক যে বছর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রথম গবেষনাপত্রটি প্রকাশিত হল তার পরের বছর। বি বি সি - রেডিও ভাষণে অ্যালান টার্নিং বলছেন - Keep the machines in a subservient position – for instance by turning off the power at strategic moments -- আমরা কি সত্যিই মেশিন পেলে তাকে আর সুইচ অফ করতে জানি। যদিও প্রযুক্তিতে জানি বা পারলাম কিংবা পারি। অভ্যাসে? এইতো আমাদের বড্ড বদভ্যাস, একটা মানুষ ৮ ঘন্টা বা তার কিছু কম বেশী সময় শ্রম দেয়। তবে লিসারা কেন সারাদিন রাত অস্টপ্রহর বকবক করেই যাবে? কোনো আনসার্টিনিটি নেই তাই ওদের যতক্ষণ ইচ্ছে ব্যবহার করেই যাব আমরা। ইলন মাসক এবং অ্যাপেল এর কো- ফাউন্ডার স্টিভ ওজনিক এইতো ক' দিন আগেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পথে এক ভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করে ফেললেন। পক্ষে না; এ ছিল বিপক্ষের চুক্তি। যেখানে কমপক্ষে ১০০০ জন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট সহযোগে চুক্তি হল আগামি ৬ মাস এই প্রযুক্তির থেকে সবাই বিরতি নেবে। বন্ধ থাকবে তাদের যন্ত্র বুদ্ধির গবেষণাগার। কারণ ইলন মাসক সন্দিহান , জিটিপি৪ সিস্টেম এবং তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে। তারা সবাই সহমত-- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আজকের ফলাফলে মেতে থাকলে হবে না। সুদূর প্রসারী চোখে ভাবতে হবে একটা অ্যাপলিকেশনের ফলাফল আগামীতে কি কিছু হলেও ঋণাত্মক হতে পারে। যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে সেই কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ আপাত বন্ধ রাখাই বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত।

স্টিফেন হকিং পর্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এই নকল বুদ্ধিমত্তার বাড়বাড়ন্তে। অত্যধিক ব্যবহারে সচেতন হতে বলেছিলেন। কিন্ত অত্যাধুনিক সভ্যতার প্রবণতা হয়েছে মানুষের বদলে যন্ত্র- মানুষ দ্বারা কাজ হাসিল করা। যন্ত্রের ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে। না হলে যন্ত্রই আমাদের পরিচালিত করবে। তারা হুমকি দেবে মানুষকেই। সারা বিশ্ব একদিন দেখেছিল (১৯৯৭) কম্পিউটার ডিপ ব্লু দাবাতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভকে পর পর ছ" টি ম্যাচে হারিয়ে দিল। ওটা খেলা ছিল তাই ওই উদাহরণটা ভীতি সঞ্চার করেনি। বার বার মানুষ মনেও করেনি। সেদিন ডিপ ব্লু- কে সভ্যতা রোধ করেনি বলেই পরবর্তীতে আলফাগো জিরো সফটওয়্যার তিনদিন ব্যাপী নিজের বিরুদ্ধেই - গো- (একটি বোর্ড গেম) খেলার পরে দক্ষতার দিক থেকে সুপার হিউম্যান হয়ে গেল। এ যে সৃষ্টি না। অনাসৃষ্টি! তা কি এখনও বুঝতে পারছি না আমরা। পারছি না বলেই হয়তো লিসাকে নিজে মাতামাতি করছি। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আবদ্ধ রাখার সীমাবদ্ধতাও একরকম কৌশলী সভ্যতা। সেই কৌশল থেকে যেন বিচ্যুত হচ্ছি একটু একটু করে। ২০০১ এর হলিউড ছবি - এ স্পেস ওডিসি- তে এক বিদ্রোহী কম্পিউটারকে দেখানো হয়েছিল। সে কথা শুনছে না আর। লিসা কালকে আগামীতে কেমন আচরন করবে? সে কি জানে কার সাথে কি ভাবে কথা বলতে হয়। কখন কি বলতে হয়।কোনটা বলতে নেই। আবার কখন কোনটা বেশি করে বলতে হয়। সে কি তর্ক করতে পারবে। যদি একদিন তাকে প্রোগ্রামিং কৃপায় তাও শেখানো হয়; জানবে কেমন করে উল্টোদিকের মানুষের মানসিকতা। প্রশ্ন করার , কথা বলার রুচি। বুঝবে কি করে যদি কথার মাঝে সাহিত্য আসে। মজা আসে। অভিমান যোগ হয়। ওতো ওর প্রোগ্রামিংটাই জানে। ঝাঁ ঝাঁ তথ্য শুধু জানে। কেউ তথ্য ভুল বললেই হয়তো ধরিয়ে দেবে। কিন্ত ও বেমালুম যা ইচ্ছে বলে যেতে পারে যদি সফটওয়্যার বেকায়দায় চলে। ধরুন, লিসা ভুল বলল। আমি স্টুডিওয় সেই টক শো- তে উপস্থিত। লিসাকে ঈশারা করলাম। চিরকুটে লিখলাম। লিসাতো তাকাবেই না। ও যে, চোখের কথা কি তা জানেই না। পুতুল দিয়ে খেলা টুকুই হয়। এখন হয়তো টেক প্রিয়রা আমাকে বকুনি দেবেন। লিসাকে পুতুল বলার জন্য। কৃত্রিম কাজের জন্য ও সত্যিই সুপার ম্যান। যে কাজে শুধু সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রণ টুকুই দরকার সেখানে কৃত্রিম মানুষ অনেকটাই মানুষের সমান কাজ করে। কখনও কখনও বেশীও করে। কিন্ত যা হাজার টেকনলজির পরেও মৌলিকতার অপেক্ষা রাখে - তা সে সংবাদ কক্ষ হোক কিংবা ফলিত বিদ্যা। বন্ধুত্ব হোক কিংবা কবিতা লেখা-- সেখানে কৃত্রিম মানুষ পুতুলেরও অধম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত সংবাদ জগতের ব্যাকস্টেজে বড়জোর ব্যবহার করা যায়। কিন্ত তার যেকোন উপস্থাপন হোক রক্ত মাংসের মানুষে। আমাদের জানতে হবে আমরা কি চাই। লিসারা কর্মী সঙ্কোচন ব্যতীত আর কোনো কাজ করবে কি? যদি না করে তাহলে বুঝতে হবে সভ্যতার অমানবিক অধ্যায়

অ- (যন্ত্র) মানুষ শুরু করেছে।

মনিরুল ইসলামের 'পথভোলা পথিকেরা'

বিশেষ প্রতিবেদন।। ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২১ চৈত্র, খৃষ্টাব্দ ১৯১৬-এর ৩ এপ্রিল, শান্তিনিকেতনে বসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি...। পরে এতে স্বরলিপিকায় আনেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি/ সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা/ আমায় চেন কি/ চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ--/ বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত/ ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী/ তোমার পথে আমরা ভেসেছি / ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে করুণ গুঞ্জরি ....।

এমন করে লেখা কাব্যের জনক রবীন্দ্রনাথ পথিক ছিলেন, পথভোলা ছিলেন না। এর মাঝেও পথিক রূপে সন্ধ্যাবেলার চামেলি, সকালবেলার মল্লিকাদের কথা এনেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু পথিক ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বপথিক। আশি বছরের জীবনে, তৎকালীন অনগ্রসর পৃথিবীর পটভূমিতে, দুটি বিশ্বযুদ্ধের অতি-সঙ্কুল পরিস্থিতি পেরিয়েও তিনি অন্তত ডজনবার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশের তেত্রিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেন। তার ভ্রমণ আওতায় ছিল ফ্রান্স, হংকং, চীন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা, ইতালি, নরওয়ে, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস, মিশর, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, জামান, বার্মা, হল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া, ইরান, ইরাক, শ্রীলঙ্কাসহ তৎকালের প্রায়-পুরোটা পৃথিবী। সেই সুবাদে এই পথিক বিশ্বের পথিকদেরও চিনেছেন। চিনি গো চিনি ওগো বিদেশিনিতে রয়েছে সেই কথা।

আমি মনিরুল ইসলামের পথভোলা বইটি একটু বেশি সময় নিয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের পথভোলা পথিকের কথা আমার মনে পড়ছে। সময় এবং প্রেক্ষিত ভিন্ন। প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পথভোলা পথিকেরা বইটির ক্যানভাসও ভিন্ন। সাবজেক্ট- অবজেক্ট আরো ভিন্ন। এতে সন্ধ্যাবেলার চামেলি, সকালবেলার মল্লিকাদের কথা নেই। আছে স্বদেশি-প্রবাসীদের কথা। মেয়ের বাপের অসহায়ত্ব ছেলের বাপের উন্নাসিকতা, আমাদের সন্তানদের পথ হারিয়ে বরবাদ হয়ে যাওয়ার কথা আছে মনিরুল ইসলামের লেখনীতে। রয়েছে থ্রিল- রোমান্টিকতাও।

মনিরুল ইসলাম পেশাদার লেখক নন। তিনি একজন উর্ধ্বতন চৌকস পুলিশ কর্মকর্তা। তবে পেশাগত কাজের ফাঁকে লেখার চর্চা রয়েছে নিয়মিত। নিয়মিত লেখালেখি করেন বলে এমন জাত লেখকের ছাপ কী করে এলো তার মধ্যে? প্রশ্নটা সামনে আসাই স্বাভাবিক। ২৮/২৯ বছরের চাকরিতে তার বেশিরভাগ কাজেই হয়েছে সাদা পোশাকে। পুলিশের পাশাপাশি সমাজের ভেতর-বাইরও বেশি করে দেখার সুযোগ হয়েছে তার। কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পদটির অভিষেক তাকে দিয়েই শুরু হয়। পাঁচ বছরের কর্মকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সাফল্য পায় তার সরাসরি নেতৃত্বে। দীর্ঘদিন গোয়েন্দা শাখা ও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দায়িত্ব পালনকালে বহু সন্ত্রাসীকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের কাজটি করেছেন তিনি। এ অভিজ্ঞতা তাকে ঋদ্ধ করেছে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদ সম্পর্কে। দিয়েছে বাড়তি অন্তর্দৃষ্টি। তা আরো ঝালঅই করেছেন সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখিতে। গল্প তৈরির নানা কলাকৌশল অবশ্যই রয়েছে। রয়েছে সেই কৌশল রপ্ত করার স্টাইলও। কিন্তু চাইলেই যে কেউ তা পারে না। একজন আরেকজনকে শেখাতেও পারে না। নিজের ভেতর সেই মোহ- আগ্রহ থাকতে হয়। কানাডা প্রবাসী আবু মুস্তাকিম ব্যক্তি জীবনের একরাশ হতাশা নিয়ে দেশে ফিরে আসাকে উপলক্ষ করে মনিরুল ইসলাম যেভাবে তার 'পথভোলা পথিকেরা' উপন্যাসটির রচনা টেনে নিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে একটি স্টাইল। লেখক জীবনের অন্যতম দিক এটি। অনেক বড় বড় লেখকের জীবনেও স্টাইল তৈরির সৌভাগ্য হয় না। তার গল্পের প্রবাস ফেরত মুস্তাকিম হতাশ হলেও স্বপ্ন হারাননি। তার স্বপ্ন ছিল এক অলৌকিক সমাজ গড়ার। সমাজের লৌকিকতার মাঝে শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে থাকা পুরনো ইসলামী উগ্রপন্থিদের সঙ্গে কিভাবে তার যোগাযোগ হয়. এর কিঞ্চিত বর্ণনা আছে লেখায়। বর্ণনায় আছে আরো অনেক কথা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাগাতার অভিযানে দেশে থাকা উগ্রপন্থিরা ছিল চরম বিপর্যস্ত। তারা স্বপ্নবাজ আবু মুস্তাকিমের মধ্যে নতুন ধরনের আশার আলোর খোঁজ পায়। তার নেতৃত্বে তারা এগিয়ে চলে। সংগঠনে অল্পদিনে নতুন নতুন মুখ যোগ হয়। সংগঠনের পুরনো নেতা আবু দুজানা দেখে সুদূর কানাডা থেকে আসা আবু মুস্তাকিম আশ্চর্যজনকভাবে নিজের ব্যক্তি কারিশমায় 'জিহাদি' হিসেবে ধনী লোকের ছেলেদের সংগঠনে যুক্ত করছে। তার একটু ঈর্ষাবোধ হয়। তবে কি সে নিজের সংগঠনের নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারবে না? নিজের ভাবনা সে প্রকাশ করে না। কারণ তার জানা আছে আবু মুস্তাকিমের গোপন দুর্বলতা। তাছাড়া নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বোঝে আবু মুস্তাকিমের সঙ্গে এখনই দ্বন্দ্বে জড়ালে সংগঠন ধ্বংসের ঝুঁকি দেখা দেবে। শুরু হয় এক অপারেশনের প্রস্তুতি যা বদলে দেবে বাংলাদেশের চেহারা। কোথায় কী সেই অপারেশন? গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কি পারবে আবু মুস্তাকিমকে ঠেকাতে? রোমহর্ষক এ আখ্যানের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে টান টান উত্তেজনা। এসবের বিস্তারিত জানতে উপন্যাসের শেষ পাতা অবধি টেনে নেবে পাঠককে।

ভালো লেখক হতে গেলে সবার আগে নিজেকে ভালো পাঠক হতে হয়। নতুন-পুরোনো, জীবিত- মৃত লেখকদের লেখা থেকে শুরু করে মুদি দোকানের ঠোঙা পর্যন্ত সবকিছু গোগ্রাসে পড়ে ফেলার নেশা অনেক লেখককে জীবনী দিয়েছে। মার্কিন লেখক জোনাথন লেথেম বলেছেন, একজন লেখককে হতে হবে তার সময়ের সবচেয়ে অগ্রসর পাঠক। আমাদের সৈয়দ শামসুল হক দাবি করেছেন, ক্ল্যাসিক লেখকদের লেখা পড়ে তিনি টের পেয়ে যান, ওই লেখক কোন অধ্যায়ের পর কোন অধ্যায় লিখেছেন, কোথায় কলম থামিয়ে ওই দিনের মতো বিরতি নিয়েছেন। মনিরুল ইসলাম নিশ্চয়ই এসব পাঠপঠন জানার বাইরে নন। আর স্টাইলটি তার নিজস্ব সৃষ্টি। তার বাড়তি আরো কিছু চর্চা ছিল। তা পড়াশোনার ক্ষেত্রেও। ১৯৭০ সালের ১৫ জুন গোপালগঞ্জে জন্ম নেয়া মনিরুল ইসলামের লেখাপড়ার চৌহদ্দীও বিস্তর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাড়িয়ে তার দিগন্ত আরো নানা দিকে। ২০০১ সালে সিএমপি এবং ডিবিতে এসি হিসেবে কাজ করার সময় থেকেই তার সাংবাদিকদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠি সাংবাদিকতা পেশায় যুক্তদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। এক পর্যায়ে ২০১০ সাল থেকে ডিএমপির মুখপাত্রের দায়িত্ব বর্তায় তার ওপর। পেশাগত এ দায়িত্বের সুবাদে মিডিয়া জগতের দিকপাল থেকে একেবারে নবীন সংবাদকর্মীর সাথেও যোগাযোগ হয়। যা পেশাগতভাবে তাকে সমৃদ্ধ করেছে। পেশাগত জীবনের কাজে ঠিক সেইভাবেই আমারও সুযোগটি হয়েছে মনিরুল ইসলাম এর সাথে খোলা মনে মিশতে পেরেছি। সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ সদস্য ও সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশি-বিদেশি নিরীহ মানুষকে উৎসর্গ করা ধ্রুব এষের প্রচ্ছদে বর্ণবিন্যাসের প্রকাশিত বইটি পড়েছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। পথভোলা পথিকেরা এই বইটি ২০২৩ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ জ্ঞান সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির বাজারমূল্য ৩০০টাকা। ফেব্রুয়ারি মাসের ......দিয়ে শুরু এবং .... ওঠে আবু মুস্তাকিমের চেহারা দিয়ে শেষ করা বইটির প্রতিটি শব্দ-বাক্য যেন এক একটি গল্প। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বেড়ে ওঠা, সদস্য সংগ্রহ, পলাতক-ফেরারি জীবন, জীবনবাজী রেখে অভিযানসহ নানা পর্ব নানা নামে তুলে আনা বড় কঠিন কাজ। কেবল তিন'শ টাকা উশুল নয়, বইটি অনেক অজানা সম্পর্কে ধারনা দেবে, যা সচেন যে কারো জন্যই জরুরি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২ দিনের ফ্রান্স সফরে রওনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : ফ্রান্সের বাস্তিল দিবস উদযাপনে বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশ নিতে দু'দিনের জন্য প্যারিস সফরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালেই তিনি দিল্লি থেকে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা দেন। বিকেল ৪টে নাগাদ তিনি প্যারিসের ওরলি বিমানবন্দরে পৌঁছবেন। এদিন ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি বিবৃতি জারি করে জানান, দু'দিনের সফরে তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে মহাকাশ, সিভিল নিউক্লিয়ার, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এই সফর দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে বলেও তিনি জানান।

প্যারিস সফরে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের বার্ষিক বাস্তিল দিবসের অনুষ্ঠানে 'গেস্ট অব ওনার' হিসাবে যোগ দেবেন। বাস্তিল দিবসের প্যারেডে ভারতীয় তিন বাহিনীর মোট ২৬৯ জন সদস্যও অংশ নেবেন। পাশাপাশি ভারতীয় বায়ুসেনার তিনটি রাফাল ফাইটার জেটও ফ্লাইপাস্টে সামিল হবে ফ্রান্সের যুদ্ধবিমানগুলির সঙ্গে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টেয় প্যারিসে পৌঁছনোর পর সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ তিনি ফ্রান্স সেনেটে পৌঁছবেন এবং সেনেট প্রেসিডেন্ট জেরাড লার্চারের সঙ্গে দেখা করবেন। রাত ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ তিনি ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্নের সঙ্গে দেখা করবেন। এরপরে তিনি লা সিয়েন মিউজিকাল অনুষ্ঠানে অনাবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন। এরপরে ভারতীয় সময় অনুযায়ী, রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এলিজি প্যালেসে পৌঁছবেন। সেখানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রঁ প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করবেন।

ছত্তিশগড়ে জন্য কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ ১৮১.৬০ কোটি টাকা

রায়পুর, ১৩ জুলাই (হি. স.) : অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বিভাগ রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিলের পরিমাণ প্রকাশ করেছে।

ছত্তিশগড় সহ ২২টি রাজ্যের জন্য দুর্যোগ তহবিল হিসাবে ৭,৫৩২ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সুপারিশ অনুসারে এই পরিমাণটি প্রকাশ করা হয়েছে।

দেশ জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, রাজ্যগুলিতে তাৎণিক সহায়তা হিসাবে তহবিল প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছত্তিশগড়কে ১৮১.৬০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রাজ্যকে এই অর্থ শুধুমাত্র বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোমর জলে ভাসছে ডুয়ার্স, উদ্ধারকাজ অপ্রতুল, সঙ্কটে বাসিন্দারা

ডুয়ার্স, ১৩ জুলাই (হি. স.) : গত রাত থেকে শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। অবিরাম বৃষ্টিতে ভাঙছে রাস্তা, পড়ে গিয়েছে একের পর এক গাছ। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা। আবহাওয়া দফতরের তরফে আগেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোমর জলে ভাসছে ডুয়ার্স, উদ্ধারকাজ অপ্রতুল, সঙ্কটে বাসিন্দারা।

ভুটান পাহাড় ও ডুয়ার্সে রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়। বাড়ির ভিতরেও জল ঢুকে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জলের তোড়ে বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় ৫০০ পরিবার জলবন্দি হয়ে রয়েছে।

বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, গয়েরকাটা সহ বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জলে প্রায় ডুবে রয়েছে অজয় ঘোষ কলোনি, জ্যোতির্ময় কলোনিতেও দেড় শতাধিক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে।

সকাল থেকেই বহু মানুষ গৃহবন্দি হয়ে রয়েছে। উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন এলাকার মানুষ। নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যও নেমে পড়েছে উদ্ধার কাজে। কোথাও দড়ির সাহায্যে কোথাও আবার পিঠে করে পার করা হচ্ছে জলবন্দি মানুষকে। নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁদের।

এস এম কলোনি, নেতাজি পল্লী, সুভাষপল্লীর মতো এলাকাগুলোতে উপচে ঢুকে পড়ছে নালার জল। রান্নাঘর, শোয়ার ঘর সর্বত্রই জল ঢুকে পড়েছে। একই ছবি আলিপুরদুয়ারেও। কালজানি এবং তোর্সা নদীতে জারি হয়েছে হলুদ সংকেত। নদীর জল ক্রমাগত বাড়ছে। সেখানেও কয়েক হাজার মানুষ জলবন্দি। কোথাও কোমর জল, কোথাও জল গলা পর্যন্ত। কালচিনি নদীতে মিশছে ডিমা নদীর জল। স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কালচিনির চা বাগানে বন্যা পরিস্থিতি

কালচিনি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে আলিপুরদুয়ারের কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার হাসিমারায় বায়ুসেনা জওয়ানরা পৌঁছে বাগানের শ্রমিকদের উদ্ধারকাজ শুরু করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে শ্রমিকদের হেলিকপ্টার করে উদ্ধার করা হবে বলে বায়ুসেনা দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। বায়ুসেনা ছাড়াও ওই বাগানে উদ্ধারকাজের জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের পাঠানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে জল বেড়েছে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা পানা নদীতে। পানা নদীর জল ঢুকে সেই কারণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মেচপাড়া চা বাগানে।

১৪ জুলাই রায়পুরে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

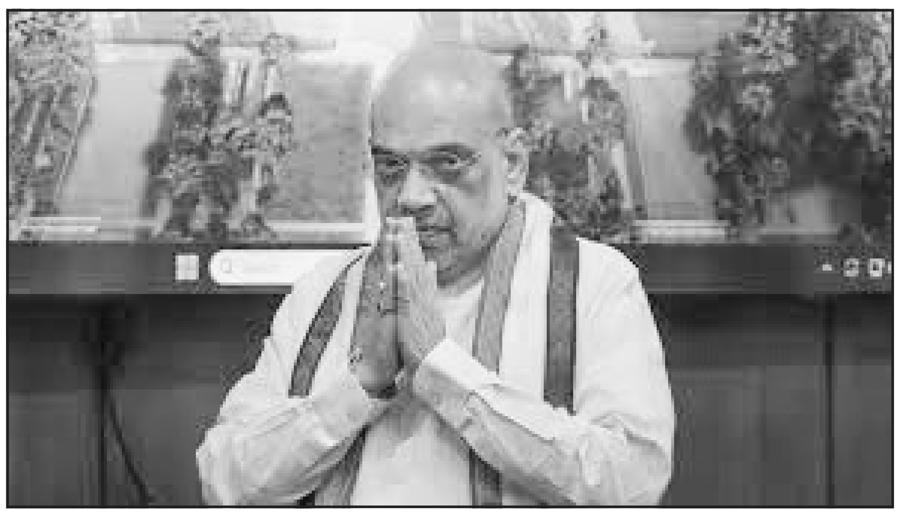

রায়পুর, ১৩ জুলাই (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ১৪ জুলাই রায়পুরে আসছেন। বিজেপি সূত্রে খবর, নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে রায়পুরে সংগঠনের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। এর আগে ২২ জুন রায়পুর দুর্গে আয়োজিত বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৫ জুলাই বিজেপি রাজ্য অফিসে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর, তিনি ১৪ জুলাই আবার আসছেন। বিজেপির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি মাসেই রায়গড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের প্রস্তাব রয়েছে। সেই জন্যই অমিত শাহের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এনসিইটিতে খাসি ও গারো ভাষা অন্তর্ভুক্ত করতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাডের

শিলং, ১৩ জুলাই (হি.স.) : ন্যাশনাল কমন এন্ট্রান্স টেস্ট (এনসিইটি)-এ খাসি ও গারো ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

আজ বৃহস্পতিবার এক চিঠি পাঠিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা খাসি, গারো এবং অল্টারনেটিভ ইংরেজি ভাষাকে ন্যাশনাল কমন এন্ট্রান্স টেস্ট-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের হস্তক্ষেপ চেয়ে এনসিইটি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে অনুরোধ করেছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে লেখা চিঠিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেছেন, ন্যাশনাল টেস্ট এজেন্সি (এনটিএ)-র বিধিবদ্ধ নিয়মে মেঘালয়ের শিক্ষার্থীরা সেকশন-১ (৩৩)-এর ভাষা ২-এর ঐচ্ছিক ভাষাগুলির মধ্যে কোনওটিকে নিয়ে এনসিইটি-র পরীক্ষায় বসতে সক্ষম হবেন না। এতে ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে, চিঠিতে লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাই কনরাড সাংমা খাসি, গারো এবং অল্টারনেটিভ ইংরেজিকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করেছেন যাতে শিক্ষার্থীরা এই বিকল্পগুলি ব্যবহার করতে পারেন এবং অধিকার ও সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত না হন।

মুখ্যমন্ত্রী সাংমা চিঠিতে আরও লিখেছেন, বিষয়টি গুরুতর ও উদ্বেগের। কেননা, গত ২ জুন যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ন্যাশনাল টেস্ট এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত সমন্বিত শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচি (ইন্টিগ্রেটেড টিচার্স এডুকেশন প্রোগ্রাম) জারি করেছে, তা ন্যাশনাল কমন এন্ট্রান্স টেস্ট-এর সাথে সম্পর্কিত। তাই বিকল্প হিসেবে সেকশন-১ ভাষার সঙ্গে অতিরিক্ত প্রশ্ন যোগ করা যেতে পারে, যা নিকট ভবিষ্যতে সমস্যার সমাধান করবে, আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা পরিষদ (এনসিটিই)-এর নিয়মাবলি মূল্যায়ন করে গত ৩০ জুন এবং ১০ জুলাই (২০২৩) রাজ্য শিক্ষা দফতরের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী আজ এই চিঠি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে লিখেছেন।

আগামী ২৩ জুলাই বারইগ্রাম আশ্রমে উপাসনা মণ্ডলির সম্মেলন, প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে জরুরি সভা

বারইগ্রাম (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : আগামী ২৩ জুলাই অনুষ্ঠেয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রশিক্ষণ, উপাসনা মণ্ডলির সম্মেলন ও সম্মাননা, প্রবীণ গুরুভাই-বোনদের বরণ-উৎসব এবং প্রতিটি আশ্রম ও সমিতির সঙ্গে 'রাধারমণ সম্পর্ক অভিযান যাত্রা' অব্যাহত রাখা সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করতে করিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রামে অবস্থিত শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী মাস-কয়েকের মধ্যে বৈষ্ণবদের নিয়ে বৈষ্ণব প্রশিক্ষণ শিবির' আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন আশ্রম থেকে বৈষ্ণবরা যোগ দেবেন। প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ থেকে আগত বৈষ্ণব পণ্ডিতরা।

এদিকে আগামী ২৩ জুলাই রবিবার বারইগ্রাম আশ্রমে এলাকার বিভিন্ন উপাসনা মণ্ডলির সদস্যদের নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রতিটি মণ্ডলিকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। ওই অনুষ্ঠানে যে সব মণ্ডলি অংশ নেবে তাদের আগামী ২১ জুলাইয়ের মধ্যে আশ্রমের সম্পাদক তরুণ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এছাড়া প্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবীণ গুরুভাই-বোনদের নিয়ে 'বরণ উৎসব'-এর আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া আশ্রমের অধীন প্রতিটি এলাকায় কমিটির সদস্যরা 'রাধারমণ সম্পর্ক অভিযান যাত্রা' অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অনুষ্ঠিত জরুরি সভায়। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তরুণ চৌধুরী বলেন, শুধু ধর্মচর্চা নয়, মানবকল্যাণে প্রভুর অনেক অবদান ছিল। সেই রেওয়াজকে সামনে রেখে ধর্মের সঙ্গে সেবামূলক কাজে ব্রতী রয়েছেন আশ্রম কমিটির সবাই। পাশাপাশি সমান তালে সঙ্গ দিচ্ছেন প্রভুপাদের শিষ্যারা।

আশ্রম কমিটির সভাপতি সুনীল পালের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ওই জরুরি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাদল পাল, সত্যরঞ্জন রায়, দূর্বাদল দাস, নীরেন পাল, কার্তিক পাল, সুভাষ দাস, বিশ্বজিৎ রায়, কৌশিক দেব, রঞ্জিত রায়, অলক রায়, জয়ন্ত দেব, শংকর রায়, বিশ্বজিৎ রায়, সুদীপ দাস, মানিকলাল সূত্রধর, বিষ্ণুপদ রায়, হিমাদ্রি দাস, বাসন্তী দে, প্রশান্ত পাল, অরূপ রায় প্রমুখ।

ভোটের ফল অনেকটাই বদলে দেবে 'টাই'-এর ফয়সালা

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের ফল বলছে, অনেকগুলি জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সংশ্লিষ্ট আসনে কে জয়ী হয়েছেন, তা চূড়ান্ত হয়নি। কারণ, খেলার মাঠের মতো ফল 'টাই' হয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, পঞ্চায়েতে সবচেয়ে আসনে বেশি 'টাই' হয়েছে মুর্শিদাবাদে। এখানে ৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে প্রার্থীর ভাগ্য ঝুলে রয়েছে। এর পরই রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর (২৭), পশ্চিম মেদিনীপুর (২৬), মালদা (২৬), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২৫), উত্তর ২৪ পরগনা (২৩), হাওড়া (২৩)।

সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি 'টাই' হয়েছে জলপাইগুড়িতে। এই জেলার তিনটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে 'টাই' হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর ২টি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম ও দার্জিলংয়ের একটি করে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে 'টাই' হয়েছে।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের ফলাফলে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই সবচেয়ে বেশি আসনের ফলাফল টাই হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৪৭টি আসন 'টাই' হওয়ায় প্রার্থীরা জয়ের আশায় চেয়ে রয়েছেন ভাগ্যের দিকে। তাঁদের কপালে শিকে ছেঁড়ে কী না, তার অপেক্ষায়। জেলা পরিষদের একটি আসনেও টাই না হলেও পঞ্চায়েত সমিতিতে কিন্তু সাত জেলায় দশটি আসনে 'টাই' হয়েছে। কিন্তু টাইব্রেকার হবে কীভাবে?

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইন বলছে, কোনও আসনের ফল 'টাই' হলে পুনরায় ভোট গণনা করে দেখতে হবে। তাতেও ফয়সালা না হলে টস করে জয় পরাজয় নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ কে হবেন অঞ্চল প্রধান বা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য-তা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ, টসের নামে আসলে শাসক দলের প্রার্থীরাই টাইয়ে জিতে যান। আসলে এটা প্রহসন হয়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

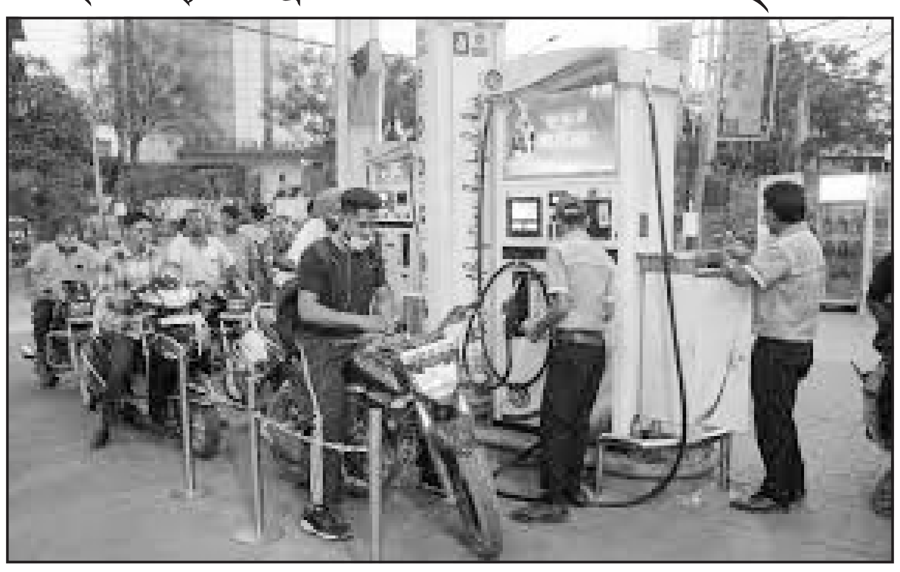

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় ছিল। যেখানে, মুম্বইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৭ টাকা প্রতি লিটার। একইভাবে, কলকাতায়, পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৭৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে চেন্নাইতে, পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের চতুর্থ দিনে প্রথম বাণিজ্যে ব্রেন্ট ক্রুড ০.৩২ ডলার বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৮০.৪৩ ডলারে ট্রেড করছে।একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ০.৪৪ ডলার বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৭৬.০৩.৪৩ ডলারে বিক্রি হচ্ছে।

গ্রেটার নয়ডার শপিংমলে বিধ্বংসী আগুন

লখনউ, ১৩জুলাই(হি.স.): গ্রেটার নয়ডার গ্যালাক্সি প্লাজা শপিং কমপ্লেক্সে বিধ্বংসী আগুন। বৃহস্পতিবার দুপুরে আগুন লাগে গ্রেটার নয়ডার গৌর সিটি ১-এ অবস্থিত গ্যালাক্সি প্লাজা শপিং কমপ্লেক্সে। শুরু হয়েছে আগুন নেভানোর কাজ। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে শপিংমলে। যদিও হতাহতের বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করেনি পুলিশ।

মলটির চারতলার জানলা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। সেই সময় বেশ কয়েকজন ভবনটির জানলা থেকে বেরিয়ে ঝুলতে থাকেন। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নিচে যাঁরা দাঁড়িয়ে, তাঁরা চিৎকার করে বলছেন, 'জাম্প' (লাফ দিন)। এর পরেই দেখা যায় ঝুলন্ত ৩ ব্যক্তি লাফ দিলেন। নিচে পড়ার নিহত বা কতটা আহত তা অবশ্য জানা যায়নি। আগুন লাগার খবর পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল। তাঁরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে ওই শপিং কমপ্লেক্সে।উল্লেখ্য, গত মাসেই দিল্লির একটি কোচিং সেন্টারে আগুন লাগে। সেই সময় দেখা গিয়েছিল কতকটাল একই রকম দৃশ্য। আতঙ্কে পড়ুয়ারা জানলা, কার্নিশ বেয়ে নামতে শুরু করেছিলেন। এর ফলে নিচে পড়ে চার জন পড়ুয়া আহত হন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করে। পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা অন্য পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন।

দিল্লিতে পানীয় জল সঙ্কটের আশঙ্কা

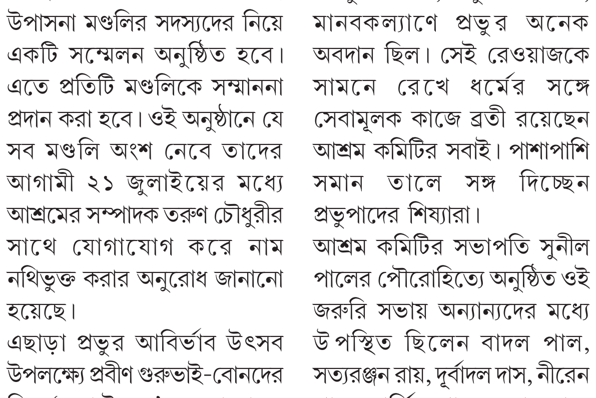

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.): প্লাবনের আশঙ্কার সঙ্গে দিল্লিতে পানীয় জলের সঙ্কট। যমুনার জলে বহু এলাকা প্লাবিত হওয়ার কারনে বন্ধ দিল্লির একাধি জল পরিশোধনাগার কেন্দ্র। একারনেই পানীয় জলের সঙ্কট।

বৃহস্পতিবারও যমুনা নদীর জল বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। রাজধানীতে যমুনা বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে যমুনার জল। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল ঘোষণা করেন, দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কারণ যমুনার জল বাড়তে থাকায় ওয়াজিরাবাদ, চন্দ্রওয়াল এবং ওখলা জল পরিশোধনাগার কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর তার কারণে রাজধানীর বহু এলাকা আপাতত জলসঙ্কটের মুখে পড়তে পারে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার নদীতে জল বেড়ে ২০৮.৪৮ মিটার হয়েছে। ফলে আরও বহু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক কর্তারা মনে করছেন, বিকেলের মধ্যে জলস্তর আরও বাড়বে, ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। বুধবারই যমুনার জলস্তর ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বৃহস্পতিবারের ছবিটাও একই রকম। জল কমার কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না প্রশাসন। যমুনার কাছাকাছি এলাকাগুলি আগেই প্লাবিত হয়েছে। বুধবার থেকে শহরের ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করে। যমুনার জলস্তর যে ভাবে বাড়ছিল সেই পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে কেজরীওয়াল আগেই টুইট করে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন যে, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব নিচু এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দারা যেন সরে যান। শুধু তাই-ই নয়, এই সময় যমুনার কাছাকাছি এলাকায় সাধারণ মানুষকে যেতে নিষেধও করেছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিন ধরে হাতিকুণ্ড বাঁধ থেকে জল ছাড়ছে হরিয়ানা। যার জেরে যমুনার জলস্তর অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেজরীওয়াল কেন্দ্র সরকারকে আর্জি জানিয়েছিলেন, বাঁধ থেকে জল ছাড়া বন্ধ করতে তারা যেন পদক্ষেপ করে। কিন্তু কেজরীওয়ালের দাবি, কেন্দ্র নাকি তাঁদের বলেছে, বাঁধের অতিরিক্ত জল ছাড়া হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বৃষ্টিভেজা সপ্তাহান্তে দুপুরে বিরিয়ানি নয় বানিয়ে ফেলুন মটন কাবুলি পোলাও

রবিবার দুপুরে পোলাও হবে শুনেই বাড়ির সকলের মুখভার। কেউই মিষ্টি পোলাও খেতে চান না। এ দিকে পোলাও মানেই যে বাসন্তী নয়, তা জানেনই না অনেকে। বিরিয়ানির জনপ্রিয়তা মুঘল ঘরানাকে এগিয়ে রাখলেও কাবুলের রান্নার স্বাদ কিন্তু তাকেও টেক্কা দিতে পারে। তাই বিরিয়ানি খাওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে, রোববার দুপুরে বানিয়ে ফেলতে পারেন খাসির মাংসের পোলাও। কী ভাবে বানাবেন বিশেষ এই পোলাও? রইল তার রেসিপি।

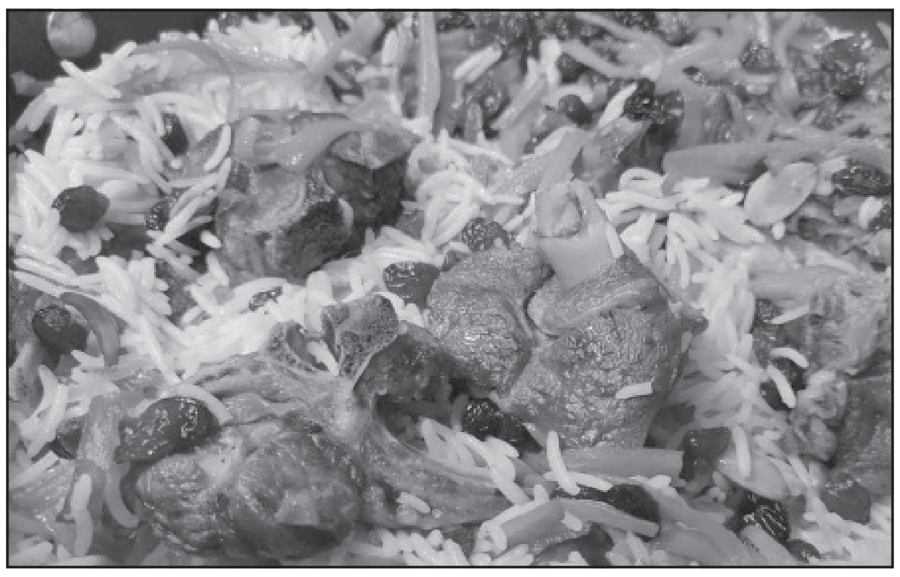

উপকরণ-মাংসের জন্য কী কী লাগবে? খাসির মাংস: দেড় কেজি
রসুন: ৮ থেকে ৯ কোয়া
নুন: আধ চা চামচ
জল: ৬ কাপ
তেজপাতা: ৩টি
তেল: আধ কাপ
গাজর: ১ কাপ
কিশমিশ: ২ টেবিল চামচ
কাঠবাদাম: ২ টেবিল চামচ
পোলাওয়ের জন্য কী কী লাগবে?
পেঁয়াজ: ২টি
টম্যাটো: ২টি
নুন: আধ চা চামচ
গরম মশলা: আধ চা চামচ
চিনি: দেড় চা চামচ
মাংসের স্টক: সাড়ে ৩ কাপ
জল: আধ কাপ বাসমতি চাল: সাড়ে ৩ কাপ প্রণালী- ১) প্রথমে একটি বড় পাত্রে জল ফুটতে দিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন রসুন, নুন এবং তেজপাতা। এ বার খাসির মাংস দিয়ে দিন। ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট মাংস সেদ্ধ হতে দিন।-২) এ বার সেদ্ধ হওয়া মাংস আলাদা করে রাখুন। মাংস সেদ্ধ জলও রেখে দিন। ৩) এ বার কড়াইতে একটু তেল গরম করে নিন। তার মধ্যে দিয়ে দিন লম্বা লম্বা করে কাটা গাজর। সামান্য ভাজা হলে তুলে রেখে দিন।-৪) ওই তেলের মধ্যেই দিয়ে দিন কিশমিশ এবং কুচো করে রাখা কাঠবাদাম। সামান্য ভেজে তুলে রাখুন।-৫) এ বার কড়াইতে আরেকটু তেল দিয়ে কুচো করে রাখা পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে দিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন সেদ্ধ করে রাখা মাংস।-৬) এ বার এর মধ্যে একে একে দিয়ে দিন টম্যাটো, নুন, গরম মশলা, চিনি এবং রেখে দেওয়া মাংসের স্টক।- ৭) এ বার ভিজিয়ে রাখা বাসমতি চাল দিয়ে দিন।- ৮) এর মধ্যে দিয়ে দিন ভেজে রাখা গাজর, খাসির মাংস এবং কাঠবাদাম।- ৯) এ বার কড়াইয়ের মুখ ঢেকে আরও কিছু ক্ষণ রান্না করুন। মিনিট ১৫ পর গরম গরম পরিবেশন করুন।

আটার বদলে রাগি দিয়ে তৈরি খাবার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে

মালপোয়া, লাড্ডু বা প্যানকেক সবই খাবেন অথচ ওজন বাড়বে না। এমন ইচ্ছা তো সকলের মনেই থাকে। কিন্তু তা সম্ভব কী করে? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ময়দার বদলে যদি মিলেট বা রাগি ব্যবহার করা হয়, তা হলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আয়রন, ক্যালশিয়াম, প্রোটিন-সহ বেশ কিছু খনিজ রয়েছে, যা শুধু ওজন নয় রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

রাগিতে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটাই বেশি। এই ফাইবার অন্ত্রের জন্য ভাল। এ ছাড়াও, রাগিতে "আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট" নেই বললেই চলে। ফলে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না রাগি খেলে। তাই প্রতি দিনের সাধারণ খাবারের মধ্যে রাগি যোগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ছাড়াও আর কী কী উপকার করে রাগি?

হার্ট ভাল রাখে

রাগিতে থাকা ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও, রাগিতে থাকা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ লিভারে ফ্যাট জমতে বাধা দেয়। ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও ঠিক থাকে। রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখে

নিয়মিত রাগি খেলে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে। রাগিতে থাকা ফাইবার বিপাকহার উন্নত করতে সাহায্য করে। যার প্রভাবে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হজমে সহায়ক

রাগিতে থাকা ফাইবার অত্যন্ত সহজপাচ্য তাই হজমের সমস্যা থাকলেও রাগি খাওয়া যায়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করতেও সাহায্য করে রাগি।

রাগির আটা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন বিস্কুট, কুকিজ। ছবি: সংগৃহীত

হাড়ের জন্যও ভাল

সাধারণত দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারকেই ক্যালশিয়ামের প্রধান উত বলে মনে করা হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাগিতেও যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালশিয়াম থাকে। তাই দুধ সহ্য হয় না যাঁদের, তাঁরা রাগি দিয়ে তৈরি খাবার খেতেই পারেন।

মেদ ঝরাতে সাহায্য করে

রাগিতে থাকা ফাইবার অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখে। তাই বার বার খিদে পাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভাত বা আটার রুটির ভাল বিকল্প হতে পারে এই রাগি।

মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করলে তবেই কি রেটিনলযুক্ত ক্রিম মাখা উচিত?

একটা বয়সের পর ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা মন থেকে মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। জেল্লা হারানো ত্বকের যত্নে ইদানীং "রেটিনল" নামক একটি অ্যাসিডের প্রয়োগ দেখা যায় বেশি। যা আসলে এক প্রকার রাসায়নিক। তবে ত্বকের জন্য তা খুব একটা ক্ষতিকর নয় বলেই জানান চিকিৎসকেরা। ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে আসার পাশাপাশি মুখের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, বলিরেখার মতো সমস্যা দূর করতে "রেটিনল" যুক্ত ক্রিম, ইমালশন বা সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই।

তবে এই অ্যাসিডের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলেই ত্বকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকেই বলেন, কমবয়সে এই অ্যাসিড মুখে মাখা যায় না। আবার অনেকের ধারণা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই অ্যাসিডযুক্ত ক্রিম মাখলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তবে যে কোনও রাসায়নিক ব্যবহারেরই তো ভাল-মন্দ রয়েছে। তা ছাড়া কার ত্বকে কতটা পরিমাণ রেটিনল প্রয়োজন বা আদৌ প্রয়োজন কি না, তা না জেনে বা অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ না নিয়ে এই প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত নয়।

রেটিনল কি?

তবে অনেকের মনেই এই "রেটিনল" নামক অ্যাসিডটি নিয়ে মনে বেশ ভয় কাজ করে। এই অ্যাসিডের মূল উপাদান হল ভিটামিন এ। যা ত্বকের বলিরেখা দূর করতে, ত্বক মসৃণ করতে, দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। তবে বয়স এবং ত্বকের ধরন অনুযায়ী রেটিনলের মাত্রা কেমন হবে, তা নির্ধারণ করতে পারেন বিশেষজ্ঞরাই। তাই তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কখনওই এই ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু রেটিনলের ব্যবহার নিয়ে ভুল ধারণা মনে পুষে রাখাও ঠিক নয়।

কোন বয়স থেকে মাখতে শুরু করবেন রেটিনল?

মুখে বয়সের ছাপ প্রতিরোধ করতে অনেকেই ৩০-এর পর থেকে রেটিনল মাখতে শুরু করেন। কিন্তু চিকিতকেরা বলছেন, যাঁদের অকালে বয়সের ছাপ পড়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার শুরু করার বয়সটা ২৫ হলেই ভাল।

ব্যবহারের আগে কী কী জেনে রাখা ভাল?

স্পর্শকাতর ত্বকের ক্ষেত্রে রেটিনল একেবারেই নিষিদ্ধ। ত্বক জ্বালা করা, অস্বস্তি হওয়া, র্যাশ বেরোনোর মতো সমস্যা হতেই পারে। তবে একান্তই যদি এই জাতীয় প্রসাধনী মাখতে হয়, সে ক্ষেত্রে পরিমাণের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সপ্তাহে এক দিনের বেশি এই অ্যাসিড ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন চিকিৎসকেরা। তবে এই অ্যাসিড সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায় না। তাই ক্রিম, ইমালশন বা সিরামে কত শতাংশ রেটিনল রয়েছে, তা দেখে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী কখন মাখবেন?

এই ধরনের প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করাই ভাল। যে কোনও ধরনের অ্যাসিড, রোদের সংস্পর্শে এলে তা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

রেটিনলযুক্ত ক্রিম কি শুধু মুখেই মাখবেন?

মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হলেও গলা বা হাতের চামড়াও কিন্তু কুঁচকে যেতে পারে। খুব একটা চোখে পড়ে না বলে অনেকেই বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব দেন না। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, মুখের পাশাপাশি হাত, গলা এবং ঘাড়েও কিন্তু এই রেটিনল দেওয়া প্রসাধনী মাখতে হবে।

আমিষ রান্নার পর বাসন থেকে পেঁয়াজের গন্ধ যেতে চায় না?

বহু রান্নায় পেঁয়াজ না পড়লে মনের মতো স্বাদ হয় না। মাছ, মাংসে তো বটেই এমনকি পাতলা মুসুর ডালে পেঁয়াজ ফোড়ন দিলে খেতে অন্য রকম লাগে। তবে পেঁয়াজ স্বাদে যেমন অতুলনীয়, তেমনি এই আনাজের গন্ধও বেশ তীব্র, ঝাঁঝালো। রান্নার পরেও পেঁয়াজের গন্ধ ম ম করতে থাকে হেঁশেলে। তবে শুধু রান্নাঘরে নয়, পেঁয়াজের গন্ধ লেগে থাকে বাসনপত্রেও।

ফিশ ফ্রাই কিংবা পকোড়ার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ যতই ভাল লাগুক, থালাবাসনে সে গন্ধ নৈব নৈব চ। কোন ঘরোয়া টোটকায় দূর করবেন এই গন্ধ?

বেকিং সোডা

বেকিং সোডার একই অঙ্গে বহুরূপ। কেক বানাতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি কোনও কড়া গন্ধ দূর করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। থালাবাসন থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতে ব্যবহার করতে পারেন এটি। যে পাত্রগুলি থেকে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোচ্ছে, সেগুলি জল আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখুন। কয়েক মিনিট পর ভাল করে মাজাঘষা করে নিলেই গন্ধ কেটে যাবে।

লেবুর রস- বেকিং সোডার মতো লেবুর জলও জেদি দাগ থেকে গন্ধ, সবই দূর করতে পারে। পাত্র থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতে ব্যবহার করা যায় লেবুর রস। পেঁয়াজের গন্ধ লেগে থাকা বাসনে ভাল করে লেবুর রস মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর বাসন মাজার স্ক্রাবার দিয়ে ভাল করে ঘষে নিলেই গন্ধ কেটে যাবে।

ভিনিগার- হেঁশেলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। রান্নায় ব্যবহার করা ছাড়াও ভিনিগার দিয়ে থালাবাসন থেকে তাড়াতে পারেন পেঁয়াজের গন্ধ। প্রথমে পাত্রগুলি জল দিয়ে ধুয়ে নিন। তার পর ভিনিগার মেশানো জলে কিছু ক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। দেখবেন, গন্ধ চলে গিয়েছে।

কফির গুঁড়ো মন এবং ত্বকের যত্ন নেওয়া ছাড়াও কফি থালা থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতেও সাহায্য করে। অনেকেই এই টোটকার বিষয়ে জানেন না। কফিতে রয়েছে নাইট্রোজেন, যা যে কোনও গন্ধ তাড়াতে পারে। জলের মধ্যে কফির গুঁড়ো মিশিয়ে ওই মিশ্রণটি থালাবাসনের মধ্যে ঢেলে দিন। গন্ধ কেটে যাবে।

ঘন ঘন নেলপালিশ পরেন? নখের খেয়াল রাখতে ৩ ঘরোয়া টোটকা

নখে বাহারি রঙের প্রলেপ দেওয়াহো কি যত্ন নেওয়ার শেষ কথা? নেলপালিশ পরলে নখে একটা আলাদা শ্রী আসে। তবে সেটাই একমাত্র নয়। বরং সেই রং থেকে নখের নানা ক্ষতি হতে পারে। তাই নখের চাই ঘরোয়া যত্ন। নখ ভেঙে যাওয়া কিংবা খসখসে নখের সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। তা ছাড়া ঘন ঘন নেলপালিশ পরলে বা তুললেও নখ হলদে হয়ে যায়।

সেই সমস্যা থেকে মুক্তি ভরসা হতে পারে কয়েকটি ঘরোয়া টোটকা?

লেবুর রস

ঘন ঘন নেলপালিশ পরেন যাঁরা, নখ ভাল রাখতে লেবুর রস তাঁদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বিভিন্ন কারণে নখের কোণ হলদেটে হয়ে যায়। নখের হলদে ভাব দূর করতে লেবুর রস হতে পারে অন্যতম উপায়। পাতিলেবু কেটে নখের উপর ভাল করে ঘষে নিন। সপ্তাহখানেক এই টোটকা মেনে চললে হলদে ভাব কেটে যাবে।

রসুন- রসুনের কোয়ায় থাকে এমন কিছু উপাদান, যা ব্যাক্টেরিয়া মেরে ফেলতে পারে। দু'কোয়া রসুন বেটে নিতে হবে ভাল করে। সেই রসুন বাটা কিছু ক্ষণ লাগিয়ে রাখতে হবে নখের উপরে। নখে যাতে রসুনের রস পৌঁছয়, সে ব্যাপারে খেয়ালে রাখতে হবে। কয়েকদিনের ব্যবহারে নখের সমস্যা দূর হবে।

নারকেল তেল -রুক্ষ চুল কিংবা খসখসে নখের সমাধান লুকিয়ে রয়েছে নারকেল তেলে। নখের চারপাশে তেল দিয়ে ভাল ভাবে মালিশ করে নিন। বারবার মালিশ করলে তেল ত্বক ও নখের সঙ্গে মিশে যাবে। নখও ভাল থাকবে।

বাহুমূলের রোম তোলার পরই ত্বকে ফুসকড়ি হচ্ছে?

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত বাহুমূলের রোম তোলেন অনেকেই। রোম তুলতে কারও পছন্দ ওয়াক্সিং। আবার সালোঁয় গিয়ে রোম তোলা সম্ভব না হলে অনেকেই রেজার দিয়ে রোম কামিয়ে ফেলেন। তবে স্পর্শকাতর ত্বকে যে পদ্ধতিতেই রোম তোলা হোক না কেন, র্যাশ-ফুসকুড়ির সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। ঘন ঘন রোম তোলার ক্ষেত্রে অনেকেরই ত্বকে আবার "ইনগ্রোথ"এর সমস্যাও দেখা যায়। কিছু নিয়ম মেনে চললেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

১) এক্সফোলিয়েট রোম তোলার পরের দিনই এক্সফোলিয়েট করতে যাবেন না। অন্তত পক্ষে ৩-৪ দিন পর থেকে নিয়মিত ত্বকে এক্সফোলিয়েট করা উচিত। তবে বাহুমূলের জন্য মাইল্ড কোনও স্ক্রাব ব্যবহার করাই ভাল। এই অভ্যাসের ফলে ত্বকে র্যাশ, ফুসকুড়ির সমস্যা যেমন দূর হয়। তেমন এটি ত্বকের ভিতর রোমের "ইনগ্রোথ" এর সমস্যাও দূর করে। ২) গরম জলের ভাপ ফুসকুড়ি যদি বড় হয়ে অনেকটা ফেঁড়ার মতো আকার ধারণ করে, তখন ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। কারও কারও ত্বকে সংক্রমণও হতে পারে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গরম জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে শুকনো করে নিংড়ে নিয়ে আক্রান্ত স্থানে ভাল করে মুছে নিন। চাইলে গরম জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা অ্যান্টিসেপটিক লোশন মেশাতে পারেন। ৩) শেভিং বা ওয়াক্সিং করা যাবে না ত্বকের স্পর্শকাতর অংশগুলিতে "ওয়াক্সিং" বা "শেভিং" না করাই ভাল। নিয়মিত শেভিং বা ওয়াক্সিং করলে ত্বকে এই ধরনের সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। ত্বকে ফুসকুড়ি হয়েছে, এমন অবস্থাতেও রোম তোলা বেশ ঝুঁকির।

৩ খাবার: বর্ষায় সুস্থ থাকতে এড়িয়ে চলুন

বর্ষায় সংক্রমণের ভয় বেশি। তাই এই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াদাওয়া করা জরুরি। খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম করলেই প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে যে কোনও রোগবালাই সহজে বাসা বাঁধে শরীরে। তাই এই মরসুমে সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি এমন কিছু খাবার রয়েছে যেগুলি বর্ষাকালে যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল।

সেগুলি খেলে শরীরে নানা অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে পারে। কোন খাবারগুলি বর্ষায় এড়িয়ে চলবেন?

সামুদ্রিক খাবার- বর্ষায় সামুদ্রিক মাছ না খাওয়াই ভাল। বিশেষ করে চিংড়ি, পমফ্রেট। কারণ এই সময় বৃষ্টির কারণে জলে প্যাথোজেন এবং ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকে। সেগুলি আবার মাছের দেহে প্রবেশ করে। ফলে এই ধরনের মাছ খেলে ডায়েরিয়া, পেটখারাপের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ভাজাভুজি জাতীয় খাবার বর্ষার মরসুমে টুকটাক মুখরোচক খাবার খেতে মন চায়। চায়ের সঙ্গে শিঙাড়া কিংবা গরম গরম আলুর চপ হলে তো জমে যায়। এই ধরনের খাবার বর্ষায় মনের যত্ন নিলেও, শরীরের খেয়াল রাখে না। হজমের গোলমাল দেখা দেয়। পেটে নানা সমস্যা হয়। শরীরে আর্দ্রতা হারাতে থাকে।

মাশরুম- ফ্রায়েড রাইসে কিংবা চাউমিনে কয়েক টুকরো মাশরুম দিলে খেতে মন্দ লাগে না। তবে বর্ষায় মাশরুম কম খান। ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ভয় থেকেই যায়। যাঁদের গ্যাস-অম্বলের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের মাশরুম না খাওয়াই ভাল।

বাড়িতে চিকেন পকোড়া বানালে মুচমুচে হয় না কোন

রান্নার প্রতি সদ্য ঝোঁক বেড়েছে। ইদানীং নেট ঘেঁটে বিরিয়ানি থেকে চিলি চিকেন সবটাই বানিয়ে ফেলছেন। প্রশংসাও পাচ্ছেন প্রিয়জনের থেকে। তবে ভাজাভুজির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক জমছে না। চালের গুঁড়ো থেকে শুরু করে কর্নফ্লাওয়ার, সবই ব্যবহার করছেন অথচ কিছুতেই কুড়মুড়ে হচ্ছে না ভাজাভুজি।

চিকেন পকোড়া হোক ফিশ ফ্রাই, কায়দা না জানলে দোকানের মতো কুড়মুড়ে ভাব আসা মুশকিল! ভাজার সময় মুচমুচে থাকলেও কিছু ক্ষণ পরে নরম হয়ে যায় ভাজাভুজি। রান্নার সময় কয়েকটি টোটকা মানলেই ভাজাভুজি কুড়মুড়ে হয়, রইল তার হদিস।

১) বিভিন্ন তেলের ধূমাঙ্ক (স্মোকিং পয়েন্ট) বিভিন্ন হয়। ভাজাভুজি কুড়মুড়ে করতে হলে তেল ভাল করে গরম করতে হবে। সাদা তেল, যেমন বাদাম তেল বা সূর্যমুখী তেলের ধূমাঙ্ক বেশি। তাই ওই তেলে কিছু ভাজলে তা বেশি কুড়মুড়ে হয়।

২) বাড়িতে শত চেষ্টা করেও দোকানের মতো কুড়কুড়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয় না। আলুতে স্টার্চ থাকে আর ভাজার আগে সেই স্টার্চ আলুর গায়ে লেগে থাকলে ভাজার সময় কুড়মুড়ে হয় না। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করার সময় আলুগুলি নির্দিষ্ট মাপে কেটে ঠান্ডা বরফ জলে আধ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। তার পর জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নিন। তবেই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মুচমুচে হবে।

খুব বেশি জিনিস একসঙ্গে তেলে ছেড়ে দিলে তা কখনওই মুচমুচে হবে না। ছবি: শাটারস্টক

৩) কিছু ভাজার সময়ে তেল সঠিক মাত্রায় গরম না হলে মুশকিল। ঠান্ডা তেলে কখনওই পকোড়া বা কাটলেট দিলে তা কুড়মুড়ে হবে না। অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে আবার সেগুলি পুড়ে যাবে। তাই তেল ভাল করে গরম করে নিয়ে যখন ধোঁয়া উঠতে শুরু করবে, তখন গ্যাসের আঁচ খানিকটা কমিয়ে নিয়ে ভেজে ফেলুন পছন্দের স্ন্যাকস।

৪) খুব বেশি জিনিস একসঙ্গে তেলে ছেড়ে দিলে তা কখনওই মুচমুচে হবে না। তাই যে পাত্রে ভাজছেন, তার আকার বুঝে অল্প অল্প করেই ভাজা শ্রেয়।

৫) হাতে একটু সময় থাকলে ডবল ফ্রায়িং পন্থা বেশ ভাল! এ ক্ষেত্রে আগে থেকে কোনও ভাজাভুজি তেলে ছেড়ে আধভাজা করে তুলে রাখুন। খাওয়ার আগে ফের আর এক বার তেলে দিয়ে ভেজে নিন। এতে কুড়মুড়ে হবে আপনার স্ন্যাকস।

বিধানসভায় আসন্ন বর্ষা অধিবেশনে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল আনছে অসম সরকার : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই (হি.স.) : বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল আনতে চলেছে অসম সরকার। অসম বিধানসভার আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনে পেশ করা হবে প্রস্তাবিত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল, আজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকার রাজ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল আনার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত করে নিয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটি রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বর্ষা অধিবেশনে পেশ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আশা করা হচ্ছে। তবে আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনে সম্ভব না হলে, আগামী জানুয়ারিতে শীতকালীন অধিবেশনে এই বিল পেশ করা হবে, তা-ও শুনিয়ে রেখেছেন তিনি।

জোরের সঙ্গে ড. শর্মা বলেন, বহুবিবাহ বিরোধী বিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড, ইউসিসি)-র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়নের বিষয়টি সংসদের এখতিয়ারে থাকলেও রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে নির্দিষ্ট দিকগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য হলো, অবিলম্বে অসমে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইউসিসি-র বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে জটিল বিষয়গুলি আইন কমিশন এবং সংসদীয় কমিটি পরীক্ষা করছে। গত মে মাসে অসম সরকার বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের বৈধতা মূল্যায়নের জন্য গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রুমি ফুকনের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করেছে। প্যানেলে রয়েছেন অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবজিৎ শইকিয়া, অসমের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল নলিন কোহলি এবং গৌহাটি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট নেকিবুর জামান, জান তিনি।

ভাঙড়ে বোমা বিস্ফোরণ, ঝলসে গিয়েছেন বেশ কয়েকজন

ভাঙড়, ১৩ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে ঝলসে গিয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার।

এদিন ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়ার চকমরিচা বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় বেশ কয়েকজন ঝলসে গিয়েছে। আহতদের কারও হাত, পা, কারও মুখ, কারও শরীরে বীভৎসভাবে পুড়ে গিয়েছে।

অভিযোগ, আহতরা একটি গাড়িতে কলকাতার পথে রওনা দিয়ে দেন। কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ আধিকারিকরা বাসন্তী হাইওয়ের কাঁটাতলা এলাকায় গাড়িটি আটকায়। এরপরই আহতদের চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

তৃণমূলের অভিযোগ, আহতরা আইএসএফ কর্মী। তাঁরা বোমা বাঁধছিল বলেও অভিযোগ উঠছে। চকমরিচার কোনও মানুষ মুখ খুলতে নারাজ। অধিকাংশ বাড়িতে তালা ঝুলছে।

এ বিষয়ে আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, "আমার কাছে এখনও এরকম কোনও খবর নেই। তারপরও বলব আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। বোমাবারুদ বিহীন রাজনীতিই আমাদের লক্ষ্য। কী হয়েছে তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। আরও একটা বিষয় বলা হচ্ছে, বোমা বাঁধতে গিয়ে ঝলসে গিয়েছে। তা বাঁধতে গিয়ে ঝলসে গিয়েছে, নাকি বোমা মারা হয়েছে তাতে ঝলসেছে তাও দেখা দরকার।"

রাজ্য ভাগের পরিকল্পনাই কি দৃঢ় করল বিজেপি-অনন্ত ভাবনা

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : একদিন আগেই নাম ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব। সেই মতো রাজ্যসভা নির্বাচনের ক'দিন আগে রাজ্য বিধানসভায় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ।

বঙ্গ বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তিনি। বরাবর পৃথক কোচবিহার রাজ্য, পরবর্তী কালে পৃথক কেন্দ্রশাসিত কোচবিহারের দাবি জানানো অনন্তকে প্রার্থী করার সপক্ষে ব্যাখাও দিলেন সুকান্ত।

বুধবারই রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। এদিন দুপুরেই সেই মতো মনোনয়ন জমা দেন বিজেপি-র প্রার্থী অনন্ত। বাংলা ভাগের দাবি জানানো অননন্তকে কেন প্রার্থী করা হল, এদিন সংবাদমাধ্যমে তার জবাব দেন সুকান্তবাবু। তাঁর দাবি, বাংলায় উন্নয়ন বরাবর কলকাতাকেন্দ্রিক থেকেছে। তাতে অন্য প্রান্তের মানুষজন নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করেন। বঞ্চনা না হলে, দাবিও আর থাকবে না।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন সুকান্তবাবু বলেন, 'অনুন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গে বার বার এমন দাবি উঠেছে। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, রাঢ়বঙ্গেও এই ধরনের দবি শোনা গিয়েছে। অস্বীকারের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু এর মূল কারণ হল অনুন্নয়ন। বাংলার সমস্ত উন্নয়ন কলকাতকেন্দ্রিক।

উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ায়, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মনে হয়, তাঁদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। এই অনুন্নয়ন যদি দূর করে দিতে পারি আমরা, তাহলে ওই দাবিও আর থাকবে না।'

তবে শুধু অনন্তবাবু নন, বিজেপি সাংসদ জন বার্লা-সহ বিজেপি-র একাধিক নেতার মুখে বাংলা ভাগের দাবি শোনা গিয়েছে একাধিক বার।

তাঁদের প্রাধান্য দেওয়ার নেপথ্যে কি তাহলে বিজেপি-রও সেই দাবিতে সমর্থন রয়েছে, প্রশ্ন করা হয় সুকান্তবাবুকে। জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা আগেই জানিয়েছি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলাকে যে রূপে তৈরি করে গিয়েছিলেন, আগামী দিনে সেই রূপেই বাংলাকে দেখতে এবং রাখতে চাই আমরা।' সুকান্তবাবুর মন্তব্য নিয়ে এদিন কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি অনন্তবাবু। তবে গোড়া থেকেই বাংলা ভাগে দাবি জানিয়ে আসছেন তিনি। গত কয়েক বছরে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম ঘিরে অবধারিত ভাবে তাই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে কারণ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র প্রচারেও থাকতে দেখা গিয়েছিল অনন্তবাবুকে। বাংলা ভাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসা অনন্তবাবুর বাড়িতে দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিশীথকেও।

অনন্তবাবুকে পাশে পেতে তৃণমূলের তরফেও চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। গত বছর ভাইফোঁটায় অনন্তকে শুভেচ্ছাবার্তা এবং উপহার পাঠান তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা সৌজন্য দেখান অনন্তবাবুও। তার পর কোচবিহার পুরসভার আমন্ত্রণে রাসমেলার উদ্বোধনী মঞ্চেও দেখা যায় তাঁকে।

কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে বারবর দূরত্ব বজায় রাখার কথাই বলে এসেছেন অনন্তবাবু। ''বাংলা ভাগ হয়ে গিয়েছে'' বলে মন্তব্যও করেন তিনি। তবে তৃণমূল তাঁর অবস্থানে সমর্থন জানায়নি কখনওই। বরং বাংলা ভাগের দাবিকে বরাবর খারিজ করে এসেছে তারা।

রাজ্যপালকে রিপোর্টও দিল বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দল

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : কেবল রিপোর্ট নেওয়াই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে প্রাপ্ত তথ্য ও সমীক্ষার ওপর রিপোর্ট রাজ্যপালকে জমাও দিল বিজেপির তথ্যানুসন্ধান দল।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস এলাকায় ঘুরে দেখে বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ এই রিপোর্ট জমা দেন। বৃহস্পতিবার বিজেপি এমপি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের বলেন, কাল থেকে বিভিন্ন জেলায় ঘুরছি। সেখানে ভয়ানক চিত্র উঠে এসেছে। সেইসব ছবি রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেছি। ফলাফলের পর বিজেপি প্রার্থীদের বাড়ি ভাংচুর থেকে মারধর করা হয়েছে। তাও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানান তিনি।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে রবিশঙ্কর বলেন, এ কেমন পুলিশ, যেখানে গরিবদের মারা হচ্ছে। যেখানে বাচ্চাদেরও ছাড়া হচ্ছে না। কাল মমতার সাংবাদিক সম্মেলন শুনেছি। শুধু আক্ষেপ বা দুঃখপ্রকাশ করে লাভ নেই। যারা এমন কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট সন্ত্রাস নিয়ে প্রচারমাধ্যমকে আক্রমণ করেন। এর প্রেক্ষিতে রবিশঙ্করবাবু বলেন, প্রচারমাধ্যম যা চালাচ্ছে সেটা কি মিথ্যে? আমরা প্রচারমাধ্যমকে বেশি বিশ্বাস করি মমতার তুলনায়। পাশাপাশি রবিশঙ্করবাবু বলেন, আমরা আজ ডায়মণ্ড হারবার যাচ্ছি। পরিস্থিতি ক্ষতিয়ে দেখব। ওটা কার লোকসভা কেন্দ্র সেটা সকলেই জানে। দেখা যাক, ওখানে কী হয়।

উল্লেখ্য, এই তথ্যানুসন্ধান দলে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের বাগপতের সাংসদ সত্যপাল সিং, কোরাহরার সাংসদ রেখা বর্মা, অসমের শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় এবং উত্তরপ্রদেশের রাজ্যসভা সদস্য ব্রিজলাল।তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র ও বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার ।

অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস অবস্থান স্পষ্ট না করলে বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠকে হাজির থাকবে না আপ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.) : দিল্লি অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস অবস্থান স্পষ্ট না করায় ফের বেঁকে বসলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লির অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস অবস্থান স্পষ্ট না করলে বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁর দল আম আদমি পার্টি হাজির থাকবে না। ফলে বিজেপি বিরোধী বৃহত্তর বিরোধী ঐক্য ফের প্রশ্নের মুখে।

লোকসভা ভোটের আগে বিরোধীরা ঐক্যেবদ্ধ হতে পাটনা বৈঠকের পর আগামী ১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে বৈঠক বসছে বিরোধীরা। এবারে বৈঠকের আয়োজক কংগ্রেস। সূত্রের খবর, দ্বিতীয় মহাবৈঠকে যে যে রাজ্যে জোট নিয়ে জট নেই, সেই সেই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলির আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে। সম্ভবত সেকারণেই ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। তবে তাতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি থাকবে কিনা, সেটা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে।কেজরিওয়ালের বক্তব্য, পাটনার বৈঠকে কংগ্রেস আশ্বাস দিয়েছিল সংসদ অধিবেশনের ১৫ দিন আগে অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করবে এবং সংসদেও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। কিন্তু কংগ্রেস এখনও অবস্থান স্পষ্ট করেনি। আপ সুপ্রিমো বলছেন,''আমরা কংগ্রেসের তরফে একটা আমন্ত্রণ পেয়েছি।

কিন্তু কংগ্রেস আশ্বাস দিয়েছিল যে, সংসদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার ১৫ দিন আগে তারা প্রকাশ্যে এই অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করবে।" আপের সাফ বক্তব্য, ৩১ জন সাংসদ নিয়ে কংগ্রেস যদি এই গণতন্ত্র বিরোধী অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা না করে তাহলে কংগ্রেসের উপস্থিতিতে কোনও বৈঠকেই তাঁদের পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ বেঙ্গালুরুর বৈঠকের আগে কংগ্রেস যদি প্রকাশ্যে অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা না করে তাহলে আপ যে ওই বৈঠকে যাবে না, সেটা একপ্রকার স্পষ্ট। এর আগে পাটনার বৈঠকেও অর্ডিন্যান্স ইস্যু তুলে ঝামেলা পাকিয়েছিল আপ। কিন্তু কংগ্রেসের সমস্যা হল, দিল্লি অর্ডিন্যান্স নিয়ে তাঁদের দলের অন্দরেই দ্বিমত আছে। দিল্লি-পাঞ্জাব-সহ একাধিক প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব চায় না যে হাইকম্যান্ড কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়াক। আবার জাতীয় দল হিসাবে দিল্লি অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করা নিয়েও দলের অন্দরে সংশয় রয়েছে।

তাছাড়া আপের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে কংগ্রেসও খুব একটা আগ্রহী নয় বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলেই তৃণমূলকে জিতিয়েছে, দাবি সুকান্তের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি .স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে টানাপোড়েন চলছেই। সেই আবহেই পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলেই তৃণমূলকে জিতিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

সুকান্তবাবুর দাবি, ছদ্মবেশে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেস জোট বেঁধে লড়াই করলেও তিনি অবাক হবেন না বলে জানালেন। বিজেপি-র সন্ধানদলের সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাজভবনে যান সুকান্তবাবু। পরে বিধানসভায় অনন্ত মহারাজের মনোনয়ন জমা দেওয়ার মুহূর্তেও উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়েই সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি-র ধরাশায়ী হওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে এক আসনে বসান তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেসকে।

গণনার দিন ব্যালট চুরি, ১৫টি বুথে ফের নির্বাচনের নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে নজিরবিহীন নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। ভোট গণনা পর্ব মিটে যাওয়ার এবং ফল ঘোষণার পরও বৃহস্পতিবার ১৫টি বুথে ফের নির্বাচনের নির্দেশ দিল রাজীবা সিনহার কমিশন। হাওড়ার সাঁকরাইলের ওই ১৫টি বুথে গণনার দিন ব্যালট চুরির অভিযোগ উঠেছিল। ওই ১৫টি বুথের নির্বাচনকে কার্যত বাতিল ঘোষণা করে দিল কমিশন।

ভোট গণনার আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ব্যালট পেপার গোনা ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে সরব হন। শুভেন্দুবাবু অভিযোগ ছিল, প্রিসাইডিং অফিসারের সই না থাকলেও তৃণমূলের পক্ষে যাওয়া ব্যালট পেপারগুলি গৃহিত হয়েছে। আর তেমনই ব্যালটে যদি বিরোধীদের পক্ষে ভোট গিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

গ্রাম বাংলা দখলের লড়াইয়ে একাধিক জায়গাতেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় তৃণমূল ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে। যেখানে গণনার সময় তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাঝে ব্যালট পেপারে প্রিসাইডিং অফিসারের সই থাকা নিয়ে খানিক ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। যে প্রেক্ষিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষে জানানো হয়েছিল, প্রিসাইডিং অফিসারে সই না থাকলে ব্যালট বাতিল হিসেবেই গণ্য করা হবে।

যদিও সেই নিয়ম ভোট গণনার সময় সব জায়গায় মানা হয়নি বলেই বিস্ফোরক অভিযোগ শানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তুলেছেন তৃণমূলের পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও।

এদিকে, পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার নানা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজভবনে যাওয়ার আগে বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দলের প্রধান রবিশংকর প্রসাদ বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান। রবিশংকর প্রসাদ বলেন,''এখানকার প্রশাসন শুধু ব্যর্থ নয়, সংবেদনশীলতা পর্যন্ত হারিয়েছে।'' সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে তাঁদের বক্তব্য, "মমতা কীভাবে সরকার চালাচ্ছেন, সেটা তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর এজন্য আমাদের কারও সিলমোহর প্রয়োজন নেই। মানুষের বেদনা শুনতে এসেছি। কাল যা দেখেছি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ডায়মন্ড হারবারে যাব। আশা করি হিংসা কবলিতদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে দেওয়া হবে।"

চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনায় তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা

চিতুর, ১৩ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার চন্দ্রযান ৩-কে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেবে ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এলভিএমত রকেট। বৃহস্পতিবার চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনায় তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এদিন চন্দ্রযান-৩ এর একটি ছোট রেপ্লিকা মডেল নিয়ে তাঁরা পুজো দিতে যান সেখানে।

ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, চন্দ্রযান ৩ উৎক্ষেপণ হবে ১৪ জুলাই, ২০২৩, শ্রীহরিকোটা থেকে দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ। উৎক্ষেপণের এক দফা 'রিহার্সাল'ও দিয়ে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে এলভিএমত রকেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে চন্দ্রযান ৩-কে।

ইসরো প্রধান জানিয়েছেন, ২০১৯ চন্দ্রযান-২ মিশন আংশিক ব্যর্থ হওয়ার পর চন্দ্রযান-৩ তার ফলো আপ মিশন। ২০১৯ সালে চাঁদের মাটি স্পর্শের একেবারে শেষ লগ্নে ভেঙে যায় ল্যান্ডার 'বিক্রম'। ব্যর্থ হয় চন্দ্রযান-২ মিশন। এরপর তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডারটিকে সফলভাবে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করানো। তারপর ল্যান্ডারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার কথা ছিল রোভারের। চাঁদের ভূপৃষ্ঠে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা ছিল রোভারটির। ল্যান্ডারটি ভেঙে যাওয়ায় রোভারটিও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে চাঁদের মাটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়নি।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ ভারতের আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর আঁধার অঞ্চলে অবতরণ করবে চন্দ্রযান-৩। এই অংশের মাটি, তাপমাত্রা, রাসায়নিক উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে চন্দ্রযান-৩।

প্রসঙ্গত, চন্দ্রযান ৩ মিশনে আর কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি চায় না ইসরো। এই কারণে বুধবার একপ্রস্থ 'রিহার্সাল' দেওয়া হয়েছে। যা সফল হয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার তিরুপতি মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে মিশনের সাফল্য কামনায় প্রার্থনা করলেন।

ঝালাওয়ারে বজ্রপাতে এক মহিলার মৃত্যু

ঝালাওয়ার, ১৩ জুলাই (হি. স.) : রাজস্থানের মান্দাওয়ার থানা এলাকার রাজপুরা গ্রামে মাঠে ধান কাটার কাজ করার সময় গিয়ে বজ্রপাতে এক বিবাহিত মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মহিলার পরিবারের সদস্যরা জানান, মান্দাওয়ার থানা এলাকার রাজপুরা গ্রামে মাঠে ধানে কাটার কাজ চলছিল। এই সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। তারপর হঠাৎ বজ্রপাতে ভুলি বাইটের (৫০) ঘাড়ে মারাত্মকভাবে ঝলসে যায় এবং অজ্ঞান হয়ে যায়।

''মাটি' হল মহাদেবের 'ব্যালট খাওয়া', বাতিল ভোটের বুথ বেড়ে ২০

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি .স.) :অনিয়মের দায়ে বেশ কিছুক্ষণ আগেই নির্বাচন কমিশন ১৫টি বুথের ভোট বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। তা বেড়ে হল ২০। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে 'ব্যালট খাওয়া' সেই মহাদেবের ভোটও। ভোটে হারার আশঙ্কায় বিপক্ষের 'ব্যালট পেপার খেয়ে ফেলেছিলেন' তিনি।

মূলত তিনটি জেলার তিনটি ব্লকেই বাতিল হয়েছে ভোট। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া ২, হাওড়ার সাঁকরাইল এবং হুগলির সিঙ্গুর। এই তিন ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুথে ভোট বাতিল হয়েছে হাওড়ার সাঁকরাইলে। মোট ১৫ বুথে ভোট বাতিল করা হয়েছে সেখানে। এর পরেই রয়েছে হাবড়া ২। এই ব্লকেরই ভুরকুণ্ডা গ্রামের ৩১ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী মহাদেব। নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার মহাদেবের ওই বুথ-সহ হাবড়া ২-এর মোট ৪টি বুথের ভোট বাতিল করেছে। এ ছাড়া সিঙ্গুরেরও একটি বুথে ভোট বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবারই শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের গণনা। ফল প্রকাশ হয়ে গিয়েছে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের আসনের।

সাইবার নিরাপত্তা আমাদের সাধারণ লক্ষ্য: অমিত শাহ

গুরুগ্রাম, ১৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার বলেছেন, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে বিশ্বের জন্য এক মঞ্চে আসা প্রয়োজন। এটি আমাদের সাধারণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। একসাথে আমাদের ডিজিটাল বিশ্বকে সুরক্ষিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বৃহস্পতিবার হরিয়ানার গুরুগ্রামে ''এনএফটি, এআই এবং মেটাভার্সের যুগে অপরাধ এবং নিরাপত্তা'' বিষয়ক জি-২০ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা দ্রুত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করছি। আজ ৮৪০ মিলিয়ন ভারতীয় ইন্টারনেটে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ডিজিটাল লেনদেনেও আমরা এগিয়ে আছি। এতে আমাদের ডিজিটাল বিশ্বকে যেকোনও মূল্যে সুরক্ষিত করতে হবে। শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত তৃণমূল পর্যায়ে উদীয়মান প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। আমরা আধুনিক প্রযুক্তিকে সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করার লক্ষ্য রাখি। আজ ৮৪০ মিলিয়ন ভারতীয়দের একটি অনলাইন উপস্থিতি রয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে আরও ৪০০ মিলিয়ন ভারতীয় ডিজিটাল বিশ্বে প্রবেশ করবে। নয় বছরে ইন্টারনেট সংযোগ বেড়েছে ২৫০ শতাংশ। প্রতি জিবি ডেটার দাম ৯৬শতাংশ কমানো হয়েছে। শাহ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার অধীনে, আমরা ৫০০ মিলিয়ন নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছি এবং ৩৩০ মিলিয়ন রুপি ডেবিট কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ৯০ মিলিয়ন লেনদেনের সাথে বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল পেমেন্টে ভারত শীর্ষস্থানীয়। ৩০০ মিলিয়ন টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। ডিজিলকার প্রায় ৬ বিলিয়ন নথি সংরক্ষণ করে।

এমতাবস্থায় আমাদের ডিজিটাল বিশ্বকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করতে হবে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে বিশ্বে একই ধরনের আইন প্রণয়ন করা উচিত। তিনি বলেন, কোনও দেশ বা সংস্থা একা সাইবার হুমকি মোকাবেলা করতে পারে না, তবে এটি মোকাবেলায় ঐক্যফ্রন্ট প্রয়োজন। আমাদের ভবিষ্যত আমাদের 'সংবেদনশীলতার সাথে প্রযুক্তি ব্যবহার করার' এবং 'জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার' প্রতি আমাদের অঙ্গীকারে অটল থাকার সুযোগ দিয়েছে। তবে এই কাজটি সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমাদের লক্ষ্য একটি সাইবার সফল বিশ্ব তৈরি করা, সাইবার ব্যর্থতার বিশ্ব নয়। সকলের জন্য একটি ''নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ ডিজিটাল ভবিষ্যত'' নিশ্চিত করার সাথে সাথে আমরা এই প্রযুক্তিগুলির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারি। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচী অনুযায়ী শাহ দেশের সাতটি প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইবার স্বেচ্ছাসেবক স্কোয়াডের উদ্বোধন করেন।

পুষ্টি প্রকল্প

● প্রথম পাতার পর

গ্রামের আজিজুন নেছা চৌধুরী স্মৃতি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমনি কিংবা সহায়িকা কেউই না আসায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দুই দিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে প্রতিদিন গ্রামের শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসার পর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ দেখে বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরফলে শিশুরা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হবার পাশাপাশি সরকারের দেওয়া ডিম, বিস্কুট, দুধ, কলা, ছানা, খিচুড়ি ইত্যাদি থেকেও বঞ্চিত । অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের না খাইয়ে সেগুলো হাফিজ করে দিচ্ছেন দিদিমণি এবং সহায়িকা। টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বড়বন্দ গ্রামের আজিজুন নেছা চৌধুরী স্মৃতি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি গৌরনগর ব্লকের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকলেও নিয়মিত ভাবে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়না বলেই বড়বন্দ গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বন্ধ থাকে। কারণ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসারের পরিদর্শন নিয়মিত ভাবে থাকলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি এবং সহায়িকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বন্ধ রাখতে পারতেন না। তেরো জুলাই বড়বন্দ গ্রামের আজিজুন নেছা চৌধুরী স্মৃতি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বন্ধ থাকার খবর পেয়ে সংবাদ প্রতিনিধিরা খবর সংগ্রহের জন্য বড়বন্দ গ্রামে যাবার পর গ্রামবাসী তথা বড়বন্দ গ্রামের আজিজুন নেছা চৌধুরী স্মৃতি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের একেবারেই পাশের এক বাসিন্দা জানান যে, গ্রামের শিশুরা পড়াশোনা করবে এবং সরকারের দেওয়া পুস্টিকর খাবার শিশুরা খাবে এই চিন্তাভাবনা করেই উনারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য জায়গা দান করেছিলেন। সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য বিল্ডিং ঘরও নির্মান করে দিয়েছে। সরকার নিয়মিত ভাবে দিদিমনি এবং সহায়িকাকে বেতনও দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়মিত ভাবে খোলা হয় না এবং গ্রামের শিশুরা পড়াশোনা থেকে সবকিছুতেই বঞ্চিত হচ্ছে।

গুরুতর অসুস্থ এক

● প্রথম পাতার পর

সাথে হাসপাতালের চিকিৎসকরা চিকিৎসা শুরু করে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসকরাও অন্ধকারের মধ্যে। কারন ভেকধারি সেবিকারা এই ছাত্রকে কিসের ইনজেকশন দিয়েছে তা অজানা। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনার বিষয়ে পুলিসকেও অবগত করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন মহল থেকে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাধারণত কোন ঔষধ কোম্পানি নতুন কোন ওষুধ প্রস্তুত করলে সেই ঔষধ পরীক্ষা মূলক ভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পশু সহ মানুব দেহে পরীক্ষা করা হয়। এই ঘটনার পিছনেও কি কোন ঔষধ কোম্পানির হাত রয়েছে? যদিও বিষয়টি নিশ্চিত নয়। এই ঘটনার পিছনে পাচারকারী কিংবা নেশা কারবারিদের হাত থাকার বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অভিজ্ঞ মহলের মতে পুলিশের সঠিক তদন্তে গোটা রহস্যের পর্দা উন্মোচন হতে পারে। কেন কি উদ্দেশ্যে এই ইনজেকশন দেওয়া হল, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে।কোন ঔষধ কোম্পানির পরীক্ষা নাকি নেশা কারবারিদের চাল। বুঝা বড় দায়। কিন্তু টার্গেট, কেন স্কুল পড়ুয়ারা। কিসের ইনজেকশন দেওয়া হয় স্কুল পড়ুয়া ছাত্রকে?

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

পাঠানো হয়েছিল। তাছাড়া, ২০১৮ সালে উনকোটি জেলায় এক ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। এর পর থেকে প্রতি বছর বর্ষাকালে একটি অতিরিক্ত এনডিআরএফ দল উনকোটি জেলায় মোতায়েন করা হয়।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় এনডিআরএফ ব্যাটালিয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার রাজ্যে স্থায়ীভাবে এনডিআরএফ ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প স্থাপন করার জন্য ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট এনডিআরএফ-এর ডিজিকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পাশাপাশি গত ১৩ জুন নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পৌরোহিত্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি জাতীয় পর্যায়ের সভায় এ বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্রকরে জোলাইবাড়ী মন্ডলে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ জুলাই।। আগামীকাল ত্রিপুরার জনপ্রীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জোলাইবাড়ী কমিউনিটিহলে অনুষ্ঠীত হবে এক সাংগঠনিক আলোচনাসভা। সাংগঠনিক আলোচনাসভা শেষে জোলাইবাড়ীতে বিজেপির নতুন কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্রকরে মন্ডলসভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডীত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেযাচ্ছেন। জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির কার্যকর্তরা মন্ডল সভাপতির উপস্থিতিতে উৎসবের মেজাজে কাজ করেযাচ্ছেন। আগামীকালকের জোলাইবাড়ী মন্ডলে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি সম্পর্কে জানান মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং।

বিধানসভায় গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। এবারের বাজেটেও স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পসারণ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের লোকসংখ্যা অনুযায়ী মোট ৪০ হাজার ইউনিট রক্ত দরকার। কিন্তু রাজ্য সরকারের ডাকে জনগণের যেভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসছে তারফলে বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪২ হাজার ইউনিট রক্ত মজত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে স্টাফ নার্স নিয়োগ করা হবে। বর্তমান সরকারের আমলে পিজি আসন বাড়িয়ে ৭৯টি করা হয়েছে, যা আগামীদিনে রাজ্যে বিশেষ’ ডাক্তারের ঘাটতি অনেকটা হাস করতে সহায়ক হবে। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ৯টি সুপার স্পেশালিটি বিভাগ চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ২০২৪ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছানো সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে সকলকে অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধীদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ক’ষি ও ক’ষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর অগ্রগতির দিশা পাল্টে গেছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের সব অংশের মানুষের কল্যাণে জন্য কাজ করছে। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা সহ রাজ্যের ক’ষকদের কল্যাণ ও ক’ষির বিকাশে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে শুখা মরশুমে জলসেচের উৎস সৃষ্টি করতে প্রধানমন্ত্রী ক’ষি সি’ই যোজনা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

’ষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক’ষকদের উন্নতপ্রথায় চাষাবাদে অভ্যস্ত করে তুলতে রাজ্যের প্রতিটি ক’ষি মহকুমায় একটি করে ক’ষকবন্দ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ক’ষকদের রোজগার বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে ক’ষকদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ক’ষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। এতে রাজ্যের ক’ষকগণ উপক’ত হচ্ছেন। ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গ্রামীণ এলাকা সহ সমগ্র রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্ব দিয়ে সরকার কাজ করছে।

ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ২,০৫৪টি ন্যায্যমূল্যের দোকান রয়েছে। রাজ্যের ৫২৭টি ভিলেজের মধ্যে প্রত্যেকটিতে একটি করে ন্যায্যমূল্যের দোকান রয়েছে। ব শরণার্থীদের গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ব্যয় বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৫ হাজার ৬০৮ কোটি টাকা রাজ্যের জনজাতিদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। তাছাড়াও এই বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে, যা রাজ্যের ইতিহাসে বিরল। এরফলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, এডিসি এলাকায় গত এক বছরে ১১৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচিতে বাজেটে দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৯১০টি পরিবারকে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর, প্রায়োরিটি গ্রুপের রেশন কার্ড এবং পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে রাজ্যের শ্রমিক পরিবারগুলির জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ও নির্মাণ শ্রমিক পরিবারগুলির উপার্জনক্ষম ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্য হলে আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যর জন্য আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে ৪ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। তাছাড়াও ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, জনজাতিদের কল্যাণে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার সার্বিক বিকাশেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, জনজাতিদের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার উপরও সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, আগরতলায় জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে আগামীদিনে আরও হোস্টেল নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনে আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা, বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক গোপাল রায়, বিধায়ক র’তি দেববর্মা, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, বিধায়ক রামু দাস, বিধায়ক স্বপা দেববর্মা, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন ও বিধায়ক সুদীপ সরকার।

দুষ্কৃতিরা

● প্রথম পাতার পর

বাড়িতে যায় এবং মদ্যপান করে। পরবর্তীতে মদ্যপানের পর স্বামীর সামনেই তার স্ত্রীর উপর ঝাপিয়ে পরে বেনুরাম এবং চিড়ন। মহিলাকে ধর্ষন করতে মরিয়া হয়ে উঠে তারা। তাদের লালসা মেটাতে মহিলার স্বামীকেও তারা মারধোর করে বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত ধর্ষন করতে ব্যার্থ হয়ে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় মাফিয়ারা। অথচ ঘরে তখন ৪ বছরের একটি শিশুও ছিল। কোন ভাবে মহিলা তার ৪ বছরের সন্তানকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে প্রাণে বাচে। রাতেই ঘটনা জানানো হয়ে পানিসাগর থানায়। বিশ্বাস সাহা নামের এক সাব ইন্সপেক্টর তৎক্ষনাৎ ঘটনা স্থলেও যায়।

নির্যাতিতা মহিলাকে ভর্তি করানো হয় পানিসাগর হাসপাতালে। নির্যাতিত মহিলার তরফে বারে বারে থানায় অভিযোগ জানানোর পরেও এখনো মামলা নেয় নি পুলিশ। সুত্রের খবর, থানায় মাসোহারার নামে প্রত্যেক মাসে ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে থাকে এই বেনুরাম এবং চিড়নদের মত কাঠ মাফিয়ারা। আরও জানা গেছে ,ঘটনার পরদিন সকালেই থানায় গিয়ে পুলিশ বাবুদের সাথে দেখা করে বেনুরাম এবং চিরন।পুলিশ মহলেই গুঞ্জন চলছে বড় অংকের লেনদেন নাকি হয়েছে থানায়।গুঞ্জন এমন্টাও চলছে পানিসাগর থানা নাকি পানিসাগরের সবচাইতে বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের রুপ নিয়েছে ইদানিং কালে। যে যেমন পারছে লুঠছে, আর পানিসাগরের মাফিয়াদের বস ’দয়া ’ নামের জনৈক এক ব্যক্তির উপর নাকি থানার বড়বাবু দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে সব সামাল দেওয়ার জন্যে।

যানবাহন

● প্রথম পাতার পর

না হয়। পথ চলতি মানুষ ও এই দাবি জানাচ্ছে সরকারের কাছে। একই দাবি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে। পূর্ত দপ্তর এ কাজটি করছে। জানা গেছে এই রাস্তাটি পরবর্তী সময়ে বাইপাস এর সঙ্গে মিশবে। অর্থাৎ সাবরুম আগরতলা জাতীয় সড়কের অন্যতম প্রধান রাস্তা হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

রাজ্যে প্রতিটি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ দ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। সমগ্র রাজ্যে প্রতিটি বাড়ির প্রত্যেক পরিবারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ্রত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ দ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে ৬০.৮৬ শতাংশ পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৯.১৪ শতাংশ পরিবারে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্ত (পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান) মন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর এক প্রশের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যে সর্বমোট পরিবার রয়েছে ৯,৫৫,৮৫৩টি। এর মধ্যে এ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ৬৪.২১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৯.২০ শতাংশ পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক জীতেন্দ্র চৌধুরীর অন্য এক প্রশের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্ত (পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান) মন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানিয়েছেন চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত গ্রামা’লের ৪,৩৯, ১১৩টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, অটল জলধারা মিশনের আওতায় ২০১৮ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে গ্রামা’লের ৫, ২৫১টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়। এরপর ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট থেকে জলজীবন মিশন নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু হয় এবং এতে অটল জলধারা মিশন মিশে যায়। জলজীবন মিশনে সব মিলিয়ে গ্রাম’লের ৪, ৩৩,৮৬২টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার এক প্রশের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্ত (পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান) মন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, বর্তমানে রাজ্যে পাহাড়ী অ’লগুলিতে জলজীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর কর্ত’ক বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে পাহাড়ী অ’লের জন্য বিশেষ একটি উদ্যোগ হচ্ছে ইনোভেটিভ প্রকল্প। অর্থাৎ উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে প্রকল্প স্থাপন করে পানীয় জল সরবরাহ করা। যে সমস্ত পাহাড়ী অ’লে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেই বা যান চলাচলের কোন সুযোগ নেই সেখানেই এই ইনোভেটিভ প্রকল্প স্থাপন করা হয় বা হচ্ছে। কিছু কিছু পাহাড়ী অ’লে বৃষ্টির জল দ্বারা পরিপূর্ণ স্বাভাবিক জলাধার থাকে এবং কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির জলকে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য জলাধার তৈরী করা হয়েছে বা হচ্ছে। সেই সমস্ত জলাধারকে কেন্দ্র করে ইনোভেটিভ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে পাহাড়ী অ’লের বাড়িগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে এবং আরও কিছু ইনোভেটিভ প্রকল্পের কাজ দ্রত গতিতে এগিয়ে চলছে। বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মার এক প্রশের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্ত (পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান) মন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় ৫৮৭টি ভিলেজ কাউন্সিলের প্রতিটি পরিবারে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঐ সমস্ত এডিসি এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অনুযায়ী গভীর নলকূপ, স্বল্প ব্যাসের অগভীর নলকূপ, জল পরিশোধনাগার ইত্যাদি প্রকল্প করা হচ্ছে। তাছাড়া পাহাড়ী অ’লে জলাধার, নালা, ছড়াকে কেন্দ্র করে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রত্যন্ত অ’লে যেখানে জলাধার তৈরী করা আছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল রয়েছে সেই জলাধারকে কেন্দ্র করে ইনোভেটিভ প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মূল পান্ডা

● প্রথম পাতার পর

খালি এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করে নারী পাচারকারী পার্থকে। অপরদিকে বাংলাদেশি মহিলাকেও আদালতে সোপর্দ করা হয়। বিলোনিয়া কালিনগর মোটর স্ট্যান্ড থেকে পুলিশ খবরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে পার্থ ও লাইলিকে। পাচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশী লাইলিকে এমনটা জানা যায়। বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও কিভাবে ভারতের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড লাইলি বেগমের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তা নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা। জানা যায় গত তিন দিন আগে বাংলাদেশ থেকে লাইলিকে নিয়ে আসা হয় ঋষ্যমুখ রামনগর এলাকার পার্থ সেনের বাড়িতে। তিন রাত কাটানোর পর পার্থ সেন লাইলিকে নিয়ে ঋষ্যমুখ থেকে বিলোনিয়া আসার পরেই উভয়কেই গ্রেপ্তার করে বিলোনিয়া থানার পুলিশ, পার্থ সেন সহ বাংলাদেশি লাইলি বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। তবে পুলিশের কাছে লাইলি বেগম স্বীকার করেছে বাংলাদেশের নাগরিক , কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের জেরার মুখে পড়ে লাইলি বেগম বলে তার বাড়ি নাকি পশ্চিমবঙ্গে। কেন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে সে কথা তিনি নিজেও জানেন না বলে জানান সাংবাদিকদের সামনে। লাইলির দ্বিচারিতা কথায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এর আগেও বেশ কিছু বাংলাদেশি ঋষ্যমুখের মতাই মুসলিম পাড়া, রামনগর, কালিকাপুর সহ বিভিন্ন এলাকা দিয়ে পারাপার করার সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়েছিল পার্থ সেন। অভিযোগ প্রতিনিয়ত ঋষ্যমুখের রামনগর এবং কালিকাপুর দিয়ে পাচার বাণিজ্য চলছে। সেখানে গরু পাচার থেকে শুরু করে যে কোন নেশা সামগ্রী পাচার যেমন হচ্ছে একইভাবে রোহিঙ্গা থেকে শুরু করে বাংলাদেশিরা অবাধে যাতায়াত করছে রামনগর সীমান্ত দিয়ে , বিএসএফের অতন্দ্র পাহারাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সীমান্ত লাগোয়ায় অবৈধ কাজ করে গেলেও বিএসএফ কিছুই করতে পারছেনা , অপরদিকে ঋষ্যমুখ ফাঁড়ি থানার পুলিশের কথা বলে লাভ নেই। একাংশ পুলিশের মদতে পার্থ সেন নারী পাচার থেকে শুরু করে অবৈধ বাণিজ্য রমরমা করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। বিলোনিয়া থানার পুলিশ পার্থ সেনকে আটক করতে সক্ষম হলেও, কোন কোন ধারায় চার্জশিট জমা দেয় আদালতে সেই দিকে তাকিয়ে বিলোনিয়াবাসী।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

আটক এসস্কপ তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। জানা গেছে সীমান্ত পথে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই এইসব নেশা সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ফেডারেশনের

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। তারা চাকরি পাওয়ার পর সেই লোন ফিরিয়ে দিতে হয়। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার চাকরি পাওয়ার আগেই এই ঋণগ্রহীতা বেকার যুবক-যুবতীদের ইন্টারভিউতে বসতে দিচ্ছে না। অবিলম্বে তা বাতিলেরও দাবি জানাচ্ছি সংগঠন। পাশাপাশি নতুন নিয়োগের দাবি তুলে দেশব্যাপী এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আগামী দিনেও এই আন্দোলন জারি থাকবে বলে তিনি জানান।

নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রামে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জুলাই।। আজ গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিস , মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ও চন্দ্রপুর বি আর সির সহযোগিতায় মাতাবাড়ি বি আর সি হলে অনুষ্ঠিত হলো এক দিবসীয় কর্মশালা ।এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবে। উদয়পুর মাতাবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত ১০৮টি জে বি ,এস বি , হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা, টিচার ইনচার্জ সহ প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে কম করে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ১৫বছরের উর্দে যে সকল ব্যক্তি লেখা পড়া করেন নি ,তাদের চিহ্নিত করা। ভারত সরকার আগে যাকে বয়স্ক শিক্ষা নামে প্রচলিত ছিলো ,সেই নামকে পরিবর্তন করে নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রামের নামাকরনের মাধ্যমে ড্রপ আউট বা নিরক্ষর ব্যক্তিত্বকে সাক্ষর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রাম ২০২২ সালে শুরু হয়ে ২০২৬-২০২৭ সালের মধ্যে ভারতকে ১০০ শতাংশ সাক্ষর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গোমতী জেলায় নয় সহস্রাধিক এই ধরনের ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তাই গোমতী জেলার অন্তর্গত উদয়পুর মহকুমা মাতাবাড়ি বি আর সি হলে অনুষ্ঠিত হয় এক দিবসীয় কর্মশালা। সভায় উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া, উদয়পুর চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাদল চক্রবর্তী , চন্দ্রপুর বি আর সির বি আর পি করবী মজুমদার, চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রামের গোমতী জেলা সহ -কো-অর্ডিনেটর রনজিৎ দত্তউদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া, উদয়পুর চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাদল চক্রবর্তী , চন্দ্রপুর বি আর সির বি আর পি করবী মজুমদার, চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রামের গোমতী জেলা সহ -কো-অর্ডিনেটর রনজিৎ দত্ত, প্রধান শিক্ষক বাদল চক্রবর্তী , চন্দ্রপুর বি আর সির বি আর পি করবী মজুমদার, চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার ।সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করেন বি আর সি কো-অর্ডিনেটর প্রধান শিক্ষক বাদল চক্রবর্তী ,চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রামের গোমতী জেলা সহ -কো-অর্ডিনেটর রনজিৎ দত্ত। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার মাতাবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত চন্দ্রপুর বি আর সির শিক্ষক- শিক্ষিকাদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে হিপ জয়েন্টের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালগুলির পাশাপাশি জেলা হাসপাতালগুলিতেও এখন বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা সহ জটিল অ’োপচারও সাফল্যের সঙ্গে করা হচ্ছে। কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে গতকাল ভগবাননগরের বাসিন্দা আমিরুন বিবির (৮০) ডান পায়ের ঊরুর হিপ জয়েন্টের সফল অ’োপচার করা হয়। অ’োপচার করেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষ’ অস্থিরোগ চিকিৎসক সহ মেডিক্যাল টিম। রোগিনী প্রচণ্ড হাঁটুর ব্যাথা নিয়ে জেলা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আসেন। এরপর জেলা হাসপাতালের অস্থিরোগ চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মহিলার ডান পায়ের হিপ জয়েন্টে সমস্যার ব্যাপারে সুনিশ্চত হন এবং তার হাঁটুর অ’োপচারের ব্যাপারে অবগত করেন। তারপর রোগীনির পরিবার পরিজনেরা উনাকে জেলা হাসপাতালেই অস্থি রোগ বিশেষ’ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে অ’োপচার করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গতকাল ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষ’ অস্থিরোগ চিকিৎসক ডাঃ নির্মল দেববর্মা সহ মেডিক্যাল টিম আমিরুন বিবির ডান পায়ের ঊরুর হিপ জয়েন্টে সফল অ’োপচার করেন। এই অ’োপচারে এনেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ রূপময় দাস সঙ্গে ছিলেন অর্থোপেডিক পিজি চিকিৎসক ডাঃ রত্নদীপ সেনগুপ্ত। এছাড়াও অ’োপচারের টিমে ওটি স্টাফ নার্স ছিলেন মনিদীপা দেববর্মা, ওটি টেকনিশিয়ান ছিলেন নিরূপম চক্রবর্তী ও জগৎহরি ত্রিপুরা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। বর্তমানে রোগিনী ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের তত্বাবধানে রয়েছেন। জেলা হাসপাতালে এই ধরনের অ’োপচারের সুবিধা পেয়ে রোগীনির পরিবার পরিজনেরা খুশি ও চিকিৎসকদের প্রতি ক’ত’তা প্রকাশ করেন।

মণিপুরে চার্চ ধ্বংসের প্রতিবাদে বিজেপির মিজোরাম প্রদেশ উপ-সভাপতির পদত্যাগ

আইজল, ১৩ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরে চার্চ ধ্বংসের প্রতিবাদে বিজেপির মিজোরাম প্রদেশ উপ-সভাপতি আর ভনরামসুয়াঙ্গা তাঁর পদে ইস্তফা দিয়েছেন। আজ ১৩ জুলাই প্রদেশ সভাপতির কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন ভনরামসুয়াঙ্গা।

পদত্যাগপত্রে আর ভনরামসুয়াঙ্গা লিখেছেন, তাঁর বিশ্বাস, মণিপুরে একের পর এক খ্রিষ্টান চার্চের ব্যাপক ধ্বংসের পেছনে রাজ্য এবং কেন্দ্রের সমর্থন ছিল। খ্রিষ্টান এবং খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি অপরাধজনিত অবিচারের প্রতিবাদ-স্বরূপ অবিলম্বে কার্যকর করতে বিজেপির মিজোরাম প্রদেশ উপ-সভাপতি পদে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন।

প্রদেশ সভাপতিকে লেখা পদত্যাগপত্রে তিনি আরও লিখেছেন, মণিপুরে সাম্প্রতিক জাতিগত সংঘাতের ফলে ৩৫৭টি খ্রিষ্টান চার্চ, যাজক আবাস এবং বিভিন্ন চার্চের অফিস বিল্ডিং মেইতেই জঙ্গিরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তবে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চার্চগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী করেননি আর ভনরামসুয়াঙ্গা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাঙ্গাবিধ্বস্ত মণিপুরে এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে গিয়েছেন, তাই তাঁকেও এ সব ঘটনার জন্য দায়ী করতে চান না তিনি।

‘তবে কেন্দ্রীয় সরকার খ্রিষ্টান গির্জাগুলি পোড়ানোর নিন্দা জানাতে কোনও শব্দ ব্যয় করেনি। তাই আমি বিশ্বাস করি, মণিপুরে খ্রিষ্টান চার্চের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সমর্থন করেছিল।’ চিঠিতে খোলাখুলি লিখেছেন পদত্যাগী বিজেপি নেতা ভনরামসুয়াঙ্গা।

প্রবল বর্ষণে হিমাচলে মৃত্যু বেড়ে ৮৮

সিমলা, ১৩ জুলাই (হি.স.): প্রবল বর্ষণে উত্তর ভারত জুড়ে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই একশো ছাড়িয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র হিমাচল প্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৮৮ জনের। গত চারদিনে এই রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৯ জন। এখনও পর্যন্ত বহু পর্যটক চাম্বা, সিমলা, কিন্নর সহ অন্যান্য জেলায় আটকে রয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার পর্যটককে উদ্ধার করা গেছে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মৌসম ভবন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার উত্তরাখণ্ডে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার ও রবিবার একাংশে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে ৩০০ বেশি সড়ক বন্ধ। সপ্তাহান্তের বৃষ্টিতে ফের ভাসতে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। বুধবার পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গত ৫ দিনের বৃষ্টিতে এই দুই রাজ্যেও বন্যা পরিস্থিতি।

আবারও দেশের হয়ে লড়াইয়ে নামছেন সোনার মেয়ে দীপা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। আবারও দেশের হয়ে লড়াইয়ে নামছেন সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার। ২১ মাস নির্বাসনে থাকার পর ফের নিজস্ব স্বকীয়তায় দীপা। গত ১১ ও ১২ জুলাই ভুবনেশ্বরে এশিয়ান গেমস বাছাই ট্রায়ালে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে দীপা আশার আলো দেখিয়েছে। উল্লেখ্য, মে মাসে ভারতের জিমন্যাস্টিক ফেডারেশনের মূল সম্ভাব্যদের তালিকায় ত্রিপুরার ২৯ বছর বয়সি দীপার নামও ছিল। দীপার ২১ মাসের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়েছে ১০ জুলাই। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে ফোনে কথোপকথন কালে দীপা বলেছেন, 'আমি গত কয়েক মাস ধরে আগরতলায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। অবশ্যই সাফল্যের আশা করছি।' ২০১৮ সালে তুরস্কে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস ওয়ার্ল চ্যালেঞ্জ কাপে ভল্ট ইভেন্টে শীর্ষে থাকাকালীন দীপা প্রথম ভারতীয় জিমন্যাস্ট ছিলেন যিনি একটি বিশ্ব আসরে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। একই বছর কটবসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। ২০১৪ সালে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী এবং হিরোশিমায় ২০১৫ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ বিজয়ী দীপা ২০১৭ সালে ইন্টেরিয়র ক্রোয়েশেচন লিগামেন্টে চোট পেয়েছিল বলে চিকিৎসার জন্য তাকে অস্ত্রোপচারও করতে হয়েছিল। ২০১৯ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সহ বেশ কয়েকটি ইভেন্ট মিস করার কারণে এবং টোকিও গেমসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার কারণে তার সম্ভাবনা কিছুটা কমে গিয়েছিল। ২০২১ এর ১১ অক্টোবর তার প্রতিযোগিতার বাইরের ডোপ নমুনা হাইজেনামাইন ওয়ার্ল এন্টিডোপিং এজেন্সি কোডের অধীনে একটি নিষিদ্ধ পদার্থের জন্য ইতিবাচক ফিরে আসার পরে ইন্টারন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। দীপা গত দু-তিন মাস ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী, যিনি তাকে ২০১৬ সালে নিউ অলিম্পিকে অভূতপূর্ব চতুর্থ স্থান অর্জনের পথ দেখিয়েছিলেন। এখন তার জন্য একমাত্র ফোকাস হলো পরীক্ষায় ভালো করা।

PRESS NOTICE INVITING TENDER
PNIT No. F.3(12))/DUZ/2019-20/ 523 Dated: 04/07/2023

On behalf of the Governor of Tripura. The District Magistrate & Collector , Unakoti District , Kailashahar invites tender from eligible bidders up to 4 PM on 20 -07-2023 for 01 (one) no. of condemned vehicles of the District Administration vide Auction Tender No.F.3(12)/DUZ/CON-VEH/2019-20/512 dt. 04/07/2022. for details terms & condition of the tender is available in Tripura State Portal tripura.gov.in & Unakoti District website unakoti.nic.in and hard copy can be seen the Notice Board of the Office of the District Magistrate & Collector, Unakoti District, Kailashahar, Tripura on all working days from 10 A.M. onwards.
Any subsequent corrigendum will be available in the website.

ICA/C-1386/23

(Tarit Kanti Chakma, IAS)
District Magistrate & Collector
Unakoti District, Kailashahar

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-X/EE/RD/STB/2023-24, Dated-10/07/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites peresatese rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 31/07/2023 for 02 (Two) Nos Construction work & 04 (Four) Nos Upgradation work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8787480265. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1398/23

Executive Engineer
RD Santirbazar DiVIIlsion
Santirbazar, South Tripura

PNIeT No:-09/EE/DWS-I/2023-24 dated 13-07-2023

Single bid percentage rate e-tender is invited for 5(Five) nos. works viz. Procurement of BIS certification Marked Allumino Ferric, providing and fitting fixing of Sluice Valves, Non Return valves, electrical equipments & Operation & maintenance of 10,000 GPH capacity Modified IRP,
Deadline for online bidding:-Up to 1500 hrs. of 05-08-2023
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal @gmail.com.
(For and on behalf of Governor of Tripura)

ICA/C-1394/23

(Er. D. Dasgupta)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala, Tripura (W).

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No. 05/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2023-24

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kamalpur Division, Kamalpur, Dhalai Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. Name of work: Mtc. of road from K-A road to RPC road from Ch.0.00 Km to Ch. 3.00 km during the year 2022-23/SH: Maintenance of earthern shoulder, repairs to potholes, patch WBM-3, patch carpeting, sand seal coat etc. 2nd Call
Estimated Cost: = Rs/- 28, 30,338.00
Bid Fee: = 1,000.00
2. Name of work: FDR and mtc. of road under Salema Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2023-2024 / SH :- Maintenance of earthen shoulder, brick edging, flat brick soling, WBM-3, maintenance of bituminous surface, patch carpeting, surface drain, road side pucca drain, mixed class brick bats etc.
Estimated Cost: Rs/- 24, 25,707.00
Bid Fee: = 1,000.00
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1390/23

Executive Engineer,
Kamalpur Division, PWD(R&B),
Kamalpur, Dhalai, Tripura.

পশ্চিম জেলার এস.এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। পশ্চিম জেলা স্তরীয় এস এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। অনূর্ধ-১৭ বালক ও বালিকা এবং অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগের সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আগামীকাল সকাল দশটায় এডি নগর দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়া সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকতা প্রবাল কান্তি দেব, কর্পোরেটর অলক রায়, এ.ডি নগর দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি সীমা সরকার, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সঞ্জয় সাহা প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ পৌরহিত্য করবেন। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত এই এস.এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

No. F. 4(1-1)-TIT/Admission/2008/
TIT Lateral Entrance Examination (TITLEE) - 2023
Government of Tripura

EDUCATIONAL NOTIFICATION

Dated the 12th July, 2023

TIT Lateral Entrance Examination – 2023 for admission into second year degree engineering at Tripura Institute of Technology (TIT), Narsingarh would be held **on 02nd August(Wednesday)2023,** for the following branches of Engineering:

	Branch of Degree Engineering	No. of Seats
1	Civil Engineering	15
2	Computer Science & Engineering	15
3	Electrical Engineering	15
4	Electronics & Communication Engineering	15
5	Mechanical Engineering	15

N.B.: 1 Reservation of seats in each branch will be as per the prevailing norms of Government of Tripura. Number of seats likely may increase in few branches if norms permit.
N.B.: 2 The exact date, time and venue of the Examination will be mentioned in the Admit Card of the candidate.

Eligibility Criteria:

- There is no age limit for the candidates. In service candidates have to apply either through proper channel submitting an advance copy **or** a "No Objection Certificate" from the employer with the application. However such candidates have to submit Release Order from their parent Department at the time of admission.
- Candidates must be a permanent resident of Tripura (attested copy of PRC / PRTC should be submitted).
- Candidates must be a Diploma pass out (Full Time Course) from **AICTE** approved Institute in ANY branch of engineering.

OR

Candidates appearing Diploma final examination in the year 2023 in ANY branch of engineering. They have to produce their Diploma Pass Certificate/Mark-sheet positively at the time of counseling, failing which their candidature for such admission will be summarily rejected.

Branch of Degree Engineering	Eligibility Criteria
Mechanical Engineering.	Passed Minimum THREE years / TWO years (Lateral Entry) Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in **ANY** branch of Engineering and Technology.
Civil Engineering.	
Electronics & Communication Engineering	
Computer Science & Engineering.	
Electrical Engineering	

Eligible candidates may submit the application:
Through the **online application link** available in the institute website www.titagartala.ac.in from **14th July, 2023 to 24th July, 2023** along with payment of **Rs. 400/-** (Rupees Four Hundred) only through **online payment gateway**, towards processing & examination fee.
N.B.:3 For detailed information and guidelines to fill up the application form and OMR Answer sheet, please visit the institute website www.titagartala.ac.in

12.07.23
Hon. Chairman,
TITLEE-2023

ICA/D-584/23

জয় অব্যাহত ব্লাডমাউথ ক্লাবের টানা পরাজয় নবোদয় সংঘের

ব্লাড মাউথ: ৫ নবোদয় সংঘ: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। আগের নবোদয় সংঘ আর নেই। পর পর দুই ম্যাচে পরাজিত নবোদয়। ব্লাড মাউথের কাছেও মুখ থুবড়ে পড়েছে ঐতিহ্যবাহী নবোদয় সংঘ। পক্ষান্তরে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। প্রথম ম্যাচে ভারতরত্ন সংঘ কে ২-০ গোলে হারানোর পর আজ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। দেবরাজ জমাতিয়ার দারুন হ্যাটট্রিক। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের ৮ম ম্যাচে আজ নবোদয় সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে বি ডিভিশনের খেলায় প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক শূন্য গোলে এগিয়েছিল। দুই দলের খেলোয়াড়রা গোলমুখী আক্রমণ রচনা করলেও কার্যত গোলের তেমন সুযোগ কেউ পায়নি। ৮ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল দেবরাজ জমাতিয়া পা থেকে। লড়াই মূলত ছিলো 'গুরু' এবং 'শিষ্য'-র মধ্যে। গুরু সুভাষ বসুর দলকে কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেন শিষ্য পল্টু চৌধুরির ছেলেরা তা দেখার জন্য উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ভিড় জমিয়েছিলেন কয়েকশ ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু কোনও লড়াই দেখতে পারেননি ফুটবলপ্রেমীরা। কার্যত একতরফা খেলে জয় ছিনিয়ে নিলো কমলা কালো দলের ফুটবলাররা। গতি, শক্তি এবং দক্ষতা সব বিভাগেই নবোদয়ের ফুটবলারেদর পেছনে ফেলে জয় ছিনিয়ে নিলো ব্লাডমাউথ। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে বড় ম্যাচের আগে মনোবল বাড়িয়ে নিলেন প্রণব সরকার-রা। ১৬ জুলাই বড় ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব খেলবে নাইন বুলেটসের বিরুদ্ধে।

ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিলো ব্লাডমাউথ। প্রীতম সরকারদের ক্রমাগত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে নবোদয়ের রক্ষণভাগ। ৮ মিনিটের গোল পেতেই কমলা-কালো ঝড়ে ব্যাতিব্যস্ত হয়ে উঠে নবোদয়ের ফুটবলাররা। প্রথমার্ধে আর গোল না হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই অন্যরূপে দেখা যায় ব্লাডমাউথকে। ৪৯ এবং ৭৬ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন দেবরাজ জমাতিয়া। এর আগে ৬৫ মিনিটে জাবেদ ডার্লং এবং ৮১ মিনিটে প্রীতম সরকার নবোদয়ের জালে শেষ বার বল পাঠান। রেফারি আদিত্য দেববর্মা হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের মনোজিৎ সিং বরুয়া, বীরনারায়ন জমাতিয়া এবং বিজীত দলের মাসাকা ডার্লংকে। নবোদয় পর পর দুই ম্যাচেই পরাজিত হলো।

দলীপ ট্রফির ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলকে চাপে রেখে চালকের আসনে দক্ষিণাঞ্চল

দক্ষিণাঞ্চল: ২১৩, পশ্চিমাঞ্চল: ১২৯/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। দুর্দান্ত বোলিং বিদ্যাথ কাবেরাপ্পার। সঙ্গে ভ্যাশাকও রয়েছে সাফল্যের তালিকায়। মোটকথা, দলীপ ট্রফির ফাইনাল ম্যাচের লাগাম এখন দক্ষিণাঞ্চলের হাতেই।

ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে প্রথম ইনিংসে পশ্চিমাঞ্চল কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। এখনও পশ্চিমাঞ্চল ৮৪ রানে পিছিয়ে, হাতে উইকেট বর্তমান তিনটি। দ্বিতীয় দিনের খেলাও বৃষ্টি বিঘ্নিত হওয়ায় পুরো খেলা সম্ভব হয়নি। দুদিনে প্রায় ৬০ ওভার খেলা কম হয়েছে।

আখেরে ম্যাচ সরাসরি ফয়সালা হয় কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ তৈরি হচ্ছে।

স্বাভাবিক কারণে দু-দলই এখন প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে মরিয়া। পশ্চিমাঞ্চল যথেষ্ট চেষ্টা চালাবে আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনের প্রথম বেলায় রানের গতির পাশাপাশি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে ৮৫ রান সংগ্রহ করে লিড নেওয়ার। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলের টার্গেট শেষ তিনটি উইকেটকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠানো।

দক্ষিণাঞ্চল আজ ১৮২ রানের পাশাপাশি তিন উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে ৩১ রান যোগ করে ২১৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। ওয়াশিংটন সুন্দর ২২ রানে অপরাজিত থাকেন।

জববে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণাঞ্চল দিনের অবশিষ্ট সময়ে ৪৫ ওভার ব্যাট করার সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে সাত উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে ওপেনার পৃথ্বী শাহ-র ৬৫ রান উল্লেখযোগ্য। এ শেঠ পাঁচ রানে এবং জাদেজা চার রানে উইকেটে রয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যাথ কাবেরাপ্পা ৪৪ রানে চারটি ভ্যাশাক দুইটি এবং কৌশিক একটি উইকেট পেয়েছে।

নেশা মুক্ত ভারতের জন্য খেলো ত্রিপুরা কর্মসূচির সূচনা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। নেশা মুক্ত ভারতের জন্য খেলো ত্রিপুরা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে ১৫ জুলাই।

ওইদিন বিকেল সাড়ে চারটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ডঃ পি কে চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য, নেশা মুক্ত ভারত অভিযান-এর অঙ্গ হিসেবে রাজ্যেও শুরু হতে যাচ্ছে নেশা মুক্ত ভারতকে নিয়ে খেলো ত্রিপুরা কর্মসূচি। তারই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ১৫ জুলাই বিকেল সাড়ে চারটায়।

যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মহিলা ফুটবল: সঙ্গীতা, নীশার হ্যাটট্রিক ইকফাইকে সহজেই হারালো জম্পুইজলা

জম্পুইজলা-১৬	ইকফাই-১
(সঙ্গীতা-হ্যাটট্রিক,নিশা-হ্যাটট্রিক,সম্পিলি-২,সুমতি-২, প্রীতি-২,শিবতি,সীমা, সুরারি, কবিতা)	(সুমন্তি)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ইকফাইকে বোতলবন্দী করে জয় পেলো শক্তিশালী জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। কার্যত একতরফা খেলে সুবোধ দেববর্মা-র মেয়েরা পর্যুদস্ত করলো নবাগত ইকফাইকে। ফলাফল ১৬-১। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা ফুটবল লিগে। শক্তির বিচারে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের ফুটবলাররা অনেকটাই এগিয়ে মাঠে নামবে, তা আগেই জানা ছিলো। দেখার ছিলো নবাগত দলের ফুটবলাররা কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে। কিন্তু লড়াই করার ছিটেফোটা মনোভাবও দেখা যায়নি বাপন দেবনাথের মেয়েদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জম্পুইজলার বালিকা ফুটবলাররা ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থেকে। বল দখলের লড়াইয়েও ছিলো এগিয়ে। শুরু থেকেই ক্রমাগত আক্রমণে ইকফাই এর রক্ষণভাগে চিড় ধরে। আর ওই সুযোগের পুরো ফায়দা তুলে ক্রমাগত বিপক্ষের জাল নাড়াতে থাকেন জম্পুইজলার ফুটবলাররা। ম্যাচ শুরুর মাত্র ৩ মিনিটের মাথায় ইকফাই এর জাল নাড়িয়ে দেন সম্পিলি জমাতিয়া। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি জম্পুইজলাকে। শুরুতেই গোল পেয়ে যাওয়ায় দ্বিগুন উৎসাহে আক্রমণের গতি আরও বাড়ান জম্পুইজলার ফুটবলাররা। বিজয়ী দলের পক্ষে সঙ্গীতা রায় এবং নিশা জমাতিয়া হ্যাটট্রিক করেন। এছাড়া দলের পক্ষে সম্পিলি দেববর্মা, সুমলি দেববর্মা এবং প্রীতি জমাতিয়া দুটি করে গোল করেন। এছাড়া একটি গোল করেন শিবতি দেববর্মা, সীমা দেববর্মা, সুরারি দেববর্মা এবং কবিতা দেববর্মা। ম্যাচের শেষ মিনিটে ইকফাই এর পক্ষে সান্তনার গোল করেন সুমন্তি জমাতিয়া। বিজয়ী দল প্রথমার্ধে ৮-০ গোলে এগিয়ে ছিলো। রেফারি লিটন সাহা হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের প্রীতি জমাতিয়াকে। ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের সঙ্গীতা রায়।

উদয়পুরে প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা ২২শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা ২২ জুলাই। মহকুমা দাবা সংস্থার উদ্যোগে। সহযোগিতায় মেট্রিক্স চেস আকাদেমি। খেলা হবে মহকুমা থানার বিপরীতে সোপিং কমপ্লেক্সের দ্বিতলে। ওই দিন সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। মোট ৫ রাউন্ডের আসর হবে। তাতে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ২০০ টাকা এন্টি ফি সহ ২০ জুলাই এর মধ্যে নাম জমা দিতে হবে। নাম জমা দিতে হবে মনোরাজ সরকার (৮২৫৯৮০৪৮৩২) বা কিরীটী দত্ত-র (৭০০৫২৯১৯৭৬) কাছে। আসরের প্রথম ৫ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এছাড়া অনূর্ধ-৭,৯,১১ ও ১৩ বিভাগের প্রথম ৩ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। মহকুমা দাবা সংস্থার সভাপতি জয়পদ সাহা জানান,'মহকুমার দাবাড়ুদের উন্নতির কথা মাথায় রেখে এখন থেকে প্রতি মাসেই হবে ওই আসর।

এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ২২ জুলাই হবে আসর। বিশ্বাস করি, এতে লাভবান হবে মহকুমার দাবাড়ুরা'। খেলা পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর প্রদীপ কুমার রায়।

বহিঃরাজ্যের চাকরী প্রার্থীরা গণহারে বাগিয়ে নিচ্ছে পিআরটিসি

মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন এনএসইউআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য এসএসসি জিডি ২০২২-২০২৩সালে ত্রিপুরার জন্য ৭০০টি পোস্ট বের হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি যেখানে শূন্যপদগুলিকে রাজ্য অনুযায়ী ভাগ করা হয় এবং এই নিয়োগে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক। অভিযোগ অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থী অর্থের মাধ্যমে ত্রিপুরার পিআরটিসি করে এসএসসি জিডি ২০২২-২০২৩ সালের পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত জমা দিয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই থেকে শুরু হবে মেডিকেল পরীক্ষা। যারা যাদের এরকম অবৈধ পিআরটিসি সহ দরখাস্ত জমা দিয়েছে তাদেরগুলি বাতিল করা সহ তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আজ এন এস ইউ আই সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে সদর মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। রাজ্যের বেকারদের স্বার্থে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনকে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করে সংগঠন। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই চাকরি ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করেছে। ত্রিপুরার কোটায় যেসব কর্মপ্রার্থী চাকরি পাওয়ার যোগ্য তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বহিরাগতদের অন্যায়ভাবে বিআরটিসি প্রদান বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। এই চক্রে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংগঠন রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখনই এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে রাজ্যের কর্মপ্রার্থী বেকাররা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে বলেও তারা মনে করেন।। বিষয়টি নিশ্চিত করা রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের দায়িত্ব বলেও মনে করে সংগঠন। এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুশিয়ার দেওয়া হয়েছে।

উদয়পুরের বনদুয়ারে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে নয়টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। উদয়পুরের বনদুয়ারে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে উল্লেখ পর্বে বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের জনস্বার্থে আনা একটি নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা জানান। বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের আনা মূল নোটিশটি ছিল 'গোমতী জেলার বনদোয়ারে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে'।

বিধায়কের নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সভায় জানান, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এডুকেশন দ্বারা অনুমোদিত 'কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়' স্থাপন করা হয়ে থাকে। দেশব্যাপী একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত সরকারি কর্মচারিগণ এক স্থান থেকে অন্য কর্মস্থলে বদলি হলে তাদের সন্তানদের গুণগত শিক্ষা লাভের অধিকার যাতে কোনভাবেই বিঘিত না হয় তা সুনিশ্চিত করা।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় কর্মচারিদের পরিবারভুক্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার পর অবশিষ্ট আসনে রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের ও সাধারণ জনগণের ছেলে মেয়েদের ভর্তি করা হয়। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় অন্ততপক্ষে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৯টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। এগুলির অতিরিক্ত উদয়পুরের বনদুয়ারে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী উদয়পুরে বনদুয়ারে ১০ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সেই জমিতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অস্থায়ীভাবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রেণীকক্ষ, শৌচাগার, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জল এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট সমূহ জমা দেওয়ার পর প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন নীতিগতভাবে সমর্থন করেছে। তবে প্রকল্পটির নীতিগতসমর্থন হলেও বিদ্যালয় শুরু করার ব্যাপারে চূড়ান্ত অনুমোদন না পাওয়ায় বিদ্যালয় পঠন পাঠন শুরু হয়নি।

শিলচর-কলকাতা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় হত মাইবাঙের মহিলা

হাফলং (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ট্রেনের ধাক্কায় বছর ৩৫-এর এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। হৃদয়বিদারক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৪৫টা নাগাদ মাইবাং স্টেশন থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে মেঘানারায়ণ রেলসেতুতে।জানা গেছে, আজ সকাল ৬-টা নাগাদ শিলচর থেকে ছেড়ে আসা শিলচর-কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি মাইবাং স্টেশন থেকে ১০০ মিটার দূরে মেঘানারায়ণ রেল সেতু পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মাইবাং মহকুমার কালাচান্দের দিহাজিং গ্রামের রূপনাথ হাগজারের কন্যা অর্নিতা হাগজার (৩৫)-এর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে। ট্রেনের ধাক্কায় মহিলার মাথা সম্পূর্ণ থেঁতলে গিয়েছে।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শিলচর-কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি যখন রেল সেতু পার হয়ে যাচ্ছিল ঠিক সে সময় অসাবধানতাবশত অর্নিতা হাগজার নামের ওই মহিলা রেল লাইন পার হচ্ছিলেন। সে সময় ট্রেনের ধাক্কায় তার ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সাধারণ ও রেল পুলিশ। তাঁরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে মাইবাং হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

কমলাসাগরে দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কমলা সাগর মায়ের মন্দির সংলগ্ন কুমিল্লা ভিউ গেস্ট হাউস এবং কমলা সাগর লেইকে দুর্যোগে মোকাবেলার এক বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, মহাকুমা পুলিশ অধিকারীক পান্নালাল সেন, বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, টি এস আর, এনডিআরএফ, বিশালগড় পূর্ত দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, মধুপুর থানার পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স সহ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রা। দুর্যোগে মোকাবেলার জন্য এই মহড়ায় দেখানো হয়েছে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় উদ্ধারকারীরা কিভাবে উদ্ধার কার্য চালায় এবং কিভাবে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছানো হয়।তার পাশাপাশি দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় জলে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হয়। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় মানুষের কি কি করণীয় এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীরা কিভাবে উদ্ধার কাজ চালায় সেই বিষয়ে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ককবরক ও অন্যান্য ৭টি সংখ্যালঘু ভাষা বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়

বিধানসভার তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ককবরক, চাকমা, হালাম, মগ, গারো, কুকি, মিজো, মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ভাষা একটি বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। আজ বিধানসভা অধিবেশনে উল্লেখ পর্বে জনস্বার্থে আনা বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের একটি নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা জানান। বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের মূল নোটিশটি ছিল 'ত্রিপুরায় সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ব ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে ব ভাষায় পাঠ্যক্রম চালু করার সুবিধা সম্পর্কে'।

বিধায়কের নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ককবরক ও অন্যান্য ৭টি সংখ্যালঘু ভাষা যেমন চাকমা, হালাম, মগ, গারো, কুকি-মিজো, মণিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী একটি বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়ে থাকে। এই সকল ভাষার প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রাজ্য স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং থেকে প্রদান করা হয়। তাছাড়া, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক (বর্তমানে ককবরক ও কুকি-মিজো ভাষার) ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালগু ভাষা দপ্তর থেকে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ৯টি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা ককবরক ভাষার ৯টি ভিন্ন উপভাষার অন্তর্গত। এরা হলো দেববর্মা, রিয়াং, জমাতিয়া, ত্রিপুরী, রূপিণী, মুড়াসিং, উচই, নোয়াতিয়া, কলই। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধীনে একটি ককবরক উপভাষা সমার্থকোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে ককবরক ভাষার অন্তর্গত প্রতিটি গোষ্ঠীর উপভাষা পার্থক্য পৃথক শব্দ ধরে ধরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উপরে উল্লেখিত প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষা যেহেতু ককবরক ভাষার উপভাষা হিসেবে পরিগণিত তাই ব ভাষাকে আলাদা ভাষা হিসেবে ত্রিপুরায় সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এখন পর্যন্ত চালু করার পরিকল্পনা করা হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব ভাষার পৃথক স্বীক'তির উত্থাপিত দাবিমূলে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ব ভাষার পৃথক স্বীক'তি প্রদান ও পৃথক ভাষা হিসেবে সরকারি বিদ্যালয়ে চালু করার যৌক্তিকতা বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য শিক্ষা দপ্তর থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটি উক্ত বিষয়ে কোনও রিপোর্ট প্রদান করেনি এবং এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

ধর্মনগরে যাত্রা শুরু করল রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ধর্মনগর পদ্মপুর এলাকায় রাধারমন আশ্রমের পাশে দ্বিতল ভবনে আজ থেকে রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর পথ চলা শুরু হলো। দুপুর দুটো নাগাদ রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সিইও দেবাশীষ বিশ্বাস, অফিস হেড মিলি সরকার, জোনাল হেড জোনাল মাইতি, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রূপক নাথ সহ ধর্মনগর ব্রাঞ্চের সমস্ত কর্মীবৃন্দরা। সিও দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন ,গ্রামের যে সকল মহিলারা রয়েছে তাদেরকে স্বশক্তিকরনের উদ্দেশ্যেই এই রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সমস্ত ধরনের লোন ও সিএসপি প্রোভাইডার্স প্রদান করবে। অর্থাৎ স্বল্পমাত্রায় সুদের হার দিয়ে টাকা বিনিয়োগ করবে । লোনের মধ্যে থাকছে স্ব-সহায়ক দলের লোন, পার্সোনাল লোন, বিজনেস লোন, কনস্ট্রাকশন লোন। তাছাড়া প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চে নিজেদের বিদ্যালয় ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করানো হবে এবং তাদের মধ্য থেকে একজন মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীকে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত তার পাশে থাকবে রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট পাঁচটি ব্রাঞ্চ পয়লা জুলাই ২০২৩ থেকে শুরু করা হয়েছে। আরো চারটি ব্রাঞ্চ ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। যে সকল ব্রাঞ্চ রয়েছে সেগুলি হল আগরতলা, খোয়াই, কৈলাশহর উদয়পুর এবং ধর্মনগর উধর্মনগর ব্রাঞ্চের আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় এবং এখানে বর্তমানে মোট রয়েছে ১৪ জন কর্মী আরো নিয়োগ করা হবে ঊ রিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন শুরু হয় ২০১৫ সালে এখনো অব্দি নয়টি রাজ্যে তাদের ব্রাঞ্চ রয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৫৮,৯০৫টি বাড়িতে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে : শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।২০২৬ সালের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং গোমতী জেলায় পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার এক প্রশের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যের মধ্যে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র পশ্চিম ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলাতেই পিএনজি ও সিএনজি পরিকাঠামো সম্পসারণ করার জন্য টিএনজিসিএল, পিএনজিআরবি থেকে অনুমোদন পাওয়া গেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত আগরতলা পুর এবং তৎসংলগ এলাকা যেমন খয়েরপুর, রাণীরবাজার, বোধজংনগর, নন্দননগর, শালবাগান, গান্ধীগ্রাম, নরসিংগড়, আমতলি, সূর্যমণিনগর ইত্যাদি এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন সম্পসারণের কাজ হয়েছে এবং এখনও চলছে। গোমতী জেলার অন্তর্গত উদয়পুর শহরের পালাটানা এলাকা থেকে জগন্নাথ চৌমুহনি এলাকা পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন সম্পসারণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং উদয়পুর শহরের অবশিষ্ট এলাকায় পাইপলাইন সম্পসারণের কাজ চলছে।

শিল্পমন্ত্রী জানান, গত আর্থিক বছর পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ৫৮,৯০৫টি এবং গোমতী জেলার উদয়পুরের মোট ৪৪৫টি বাড়িতে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে দুই জেলায় আরও মোট ৫ হাজার বাড়িতে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি জেলায় পিএনজি এবং সিএনজি পরিকাঠামো সম্পসারণের জন্য পিএনজিআরবি আসাম গ্যাস কোম্পানিকে (এজিসিএল) অনুমোদন দিয়েছে।

বিশালগড়ে বন কর্মীদের অভিযানে উদ্ধার অবৈধ স-মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জুলাই।। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বনদপ্তরের হাতে ধরা পরল অবৈধ চেড়াই কাঠের সো মিল।জানা যায় বিশালগড় থানাধীন এন সি নগর অক্ষয় চৌমুনি থেকে অবৈধ চেড়াই কাঠের মিল উদ্ধার করা করেছে চড়িলাম রেঞ্জের বনদপ্তর এর হাতে।তবে বনদপ্তরের ফরেস্টার সুকান্ত দাস জানান এই অবৈধ মিলটি কোন এক রাবার বাগানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই অবৈধ মিলটির বাজারমূল্য দেড় লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তিনি। বাজেয়াপ্ত করা কাঠের মিলটি চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসা হয়। বনদস্যুদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান বনদপ্তর সব সময় করবেন বলেও জানান বনদপ্তরের আধিকারিক। প্রসঙ্গত এই অভিযানে কোন বনদস্যু কে গ্রেপ্তার করতে পারেননি বনদপ্তরের কর্মীরা।তবে একদিন জালে উঠবে বলে জানান তিনি।

বিহারে 'বিধানসভা অভিযানে' পুলিশের লাঠিচার্জে নিহত বিজেপি নেতা

পাটনা, ১৩ জুলাই (হি.স.):বিহারের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে প্রাণ গেল এক ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র জেহানাবাদের সাধারণ সম্পাদকের। বৃহস্পতিবার একাধিক দাবিতে 'বিধানসভা অভিযানে'র ডাক দিয়েছিল বিজেপি। বিজেপি কর্মীদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বিহার পুলিশ। পাটনায় পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতর আহত হওয়ার পরে ওই বিজেপি নেতার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ।শিক্ষক নিয়োগের নীতি, বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেওয়া, ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া, অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আগুয়ানি ঘাট এলাকার সেতু ভেঙে পড়ার মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার 'বিধানসভা অভিযানে'র ডাক দিয়েছিল বিজেপি। বিজেপি কর্মীদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বিহার পুলিশ। জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ব্যবহার করা হয়। লাঠির আঘাতেই জেহনাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক বিজয় কুমার সিং নামে এক বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে পটনা শহরের ডাকবাংলা চৌরাস্তায়। বিহার পুলিশের লাঠির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন বিজয় সিং। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, চিকিৎসকরা জানান, আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। একাধিক বিজেপি নেতা—কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।টুইটারে বিজেপি নেতার মৃত্যুর খবরটি জানান রাজ্যসভার সাংসদ ও বিহার বিজেপির প্রধান সুশীল মোদী। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাও টুইট করে বিহার সরকারকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রাজ্য সরকার নিজেদের ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতা ঢাকতেই পাটনায় বিজেপি কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। অভিযুক্তদের বাঁচাতে নিজের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী।'এদিকে, আগামী সপ্তাহে শিক্ষা বিভাগের সকল কর্তাদের ছুটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে বিহার শিক্ষা বিভাগ। বলা হয়েছে, একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে ছুটি পাওয়া যেতে পারে।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ টিডব্লিউজেএর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সহ-সম্পাদক সাংবাদিক সুমন মহালনবীশের মাতৃদেবী সঞ্চয়িতা মহালনবীশ(৫৭)কিডনি জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে আইজিএম হাসপাতালে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র, পুত্রবধূ , নাতিনী, স্বামীসহ অসংখ্য গুনমুগ্ধ আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। বিকেলে রাঙ্গুটিয়া বামুটিয়ায় নিজ বাড়িতে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি, পশ্চিম জেলা কমিটি ও মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির তরফ থেকে প্রয়াতার আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়েছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ এবং বিভাগীয় কমিটির সভাপতি বাদল দাস সহ অন্যান্যরা প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাঁঠালিয়া শাখার নতুন ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কাঁঠালিয়া শাখার নতুন ভবনের আজ দ্বারউদঘাটন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয়া প্রতিমা ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার শিশির কুমার রহোতী,জেলা সহ সভাধিপতি পিন্টু আইচ, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ার পার্সন পুষ্পা ভৌমিক দেবনাথ, কাঁঠালিয়া শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অভিষেক ঘোষ, ।আজকের কাঁঠালিয়া শাখার নতুন ভবনের দ্বারউন্মোচন উপলক্ষে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক মোট ২৭৯.২৭ লক্ষ টাকা ১১০ জন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ধনপুর শাখায় ১১২.২৩ লক্ষ টাকা ৪১ জনকে,কাঁঠালিয়া শাখায় ৫৮.৭ লক্ষ টাকা ২০ জনকে, সোনামুড়া শাখায় ৮৫.৬৬ লক্ষ টাকা ৩১ জনকে ও মনাইপাথর শাখায় ২২.৬৮ লক্ষ টাকা ১৮ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়। কিষান ক্রেডিট কার্ড,ব্যাবসা ঋণ,নারী কল্যাণ ঋণ ও সেলফ হেলফ গ্রুপকে আজ ঋণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য কাঁঠালিয়া শাখার পুরোনো গৃহে গ্রাহকদের অসুবিধার কারনে ব্যাংক আজ নবকলেবরে নতুন গৃহে শাখা স্থানান্তর করে।

নিজে ও অন্যকে স্বাবলম্বি হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে নজির গড়লেন অজিত রুদ্রপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। রাজ্যে কাজ করে নিজে এবং অন্যকেও সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে নজির স্থাপন করছেন নন্দনগর স্কুল চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা অজিত রুদ্র পাল। নন্দনগর স্কুল চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা অজিত রুদ্র পাল নিজের উদ্যোগে বছর খানেক আগে বিশ্বকর্মা টেরাকোটা এন্ড পোটারি নামক একটি সংস্থা চালু করেন। সেখানে মেশিনের মাধ্যমে মাটির তৈরি বিভিন্ন রকমের সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। এই সংস্থায় ১০-১২ জন মহিলা কাজ করে সাবলম্বী হচ্ছে বলে জানান সংস্থার কর্নধার অজিত রুদ্র পাল।

বন্য হাতির আক্রমণে নিহতের বাড়িতে গেলেন সিপিএম নেতা পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। বন্য হাতির আক্রমণ প্রতি নিয়তই হচ্ছে রাজ্যে। গত রবিবার তেলিয়ামুড়া দশমী ঘাট এলাকার এক ব্যক্তি প্রাণ হারায়। নাম সুজিত বর্ধন। আজ প্রয়াত সুজিত বর্ধনের বাড়িতে যান পার্টির রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পবিত্র কর। তিনি প্রয়াত সুজিত বর্ধনের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা প্রকাশ করেন। সঙ্গে ছিলেন সারা ভারত কৃষক সবার রাজ্য কমিটির সদস্য সুভাস নাথ, তেলিয়ামুরা মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত জমাতিয়া।

রাজ্যে ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার স্থাপন নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। রাজ্যে ড্রাগ ডি আডিকশন সেন্টার স্থাপন করার উদ্দেশ্যে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের উদ্যোগে গোর্খাবস্তিস্থিত অধিকর্তার অফিস কক্ষে গত ১২ জুলাই এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ সুপ্রিয় মল্লিক। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ শংকর দাস ও নরসিংগড়স্থিত মর্ডান সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামের এসপিও ডাঃ উদয়ন মজুমদার সহ বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ সহ অন্যান্য প্রতিনিধিগণ। উক্ত সভায় প্রতিটি জেলায় ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও উক্ত সভায় বর্তমানে রাজ্যে নরসিংগড়স্থিত মর্ডান সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টারের পরিষেবায় মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।